www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

ক্যান্সার নিরাময়ে আধুনিক গবেষণা

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

শীতের আমেজে পিকনিক স্পট

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ২৫ অগ্রহায়ণ – ১ পৌষ, ১৪২২ ঃ ১২ ডিসেম্বর – ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 7, 12 December - 18 December, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দিল্লির বাতাসে বিষের ছোবল। ঠেকাতে কেজরিওয়ালের দাওয়াই জোড়-বিজোড় ফর্মুলা। জানুয়ারি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হবে নিয়ম। সফল হলে উত্তরপ্রদেশেও এই পদ্ধতি চালু করতে আগ্রহী অখিলেশ সরকার। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রও।

রবিবার : যমজ শহর কলকাতা ও হাওড়ায় দুই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল পুলিশ ও পুরসভা। শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার ভাড়াটেদের তথ্য নেবে কলকাতা পুলিশ। হাওড়া পুরসভা সাফ জানিয়ে দিয়েছে পুরকর বাকি থাকলে বাজেয়াপ্ত করে নেবে পুরসভা। মাত্রাতিরিক্ত বকেয়া কর আদায়ে এই সিদ্ধান্ত।

সোমবার : চরচক্রের শিকড় কতটা গভীরে গিয়েছে তার প্রমাণ মিলল দার্জিলিং চর সন্দেহে ফরিদ নামে এক সেনা জওয়ান গ্রেফতার হওয়ার পর। জম্মু-কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্ট্রি বাহিনীর হেড কনস্টেবল ফরিদ।

মঙ্গলবার : বহুদিন বাদে টেস্ট সিরিজ জিতল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩-০ হারিয়ে জয়ের স্বাদ এনে দিল বিরাট কোহলির নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া। ম্যান অফ দি ম্যাচ অশ্বিন তার ঘূর্ণি বলে ধরাশায়ী করল প্রতিপক্ষকে।

বুধবার : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা এবার সনিয়া-রাহুল গান্ধিকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। পাতিয়ালা হাউস কোর্টের সমনকে চ্যালেঞ্জ করে হাজিরা ঠেকাতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সনিয়া-রাহুল। কিন্তু সেই আদেশ খারিজ হতেই চটে লাল মা-ছেলে ও তাদের দল কংগ্রেস। গরম হয়ে উঠল সংসদ। অচলও হল। এ নিয়ে রাজনীতি এখন ভরপুর।

বৃহস্পতিবার : ফের এক টেবিলে ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক। মুখোমুখি হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা। আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রীও যাবেন পাকিস্তানে। পাকিস্তানের সুমতি হল বলে মনে করছেন অনেকে। তবে তা স্থায়ী হলে হয়।

শুক্রবার : অবশেষে পার্কস্ট্রিট কান্ডে শাস্তি হল দোষীদের। শাস্তি পেল নির্যাতিতা সুজেটের আত্মা। একে সাজানো ঘটনা বলে পার্কস্ট্রিট কান্ডে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাস্তির দাওয়াইয়ে তাই খুশি রাজ্যবাসী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মুকুল চালে ভ্যানিশ বিরোধীরা

পার্থসারথি গুহ

শীত কলকাতাতে আসুক আর না আসুক, তৃণমূলের অলিন্দে ফের মুকুলময় বসন্ত হাজির। যার জেরে কদিন ধরে একেবারে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। হবে নাই বা কেন? যে মুকুলের ওপর ভরসা করে রাজ্যের তামাম বিরোধী রাজনীতিবিদরা ঘুঁটি সাজাচ্ছিলেন তা যে এভাবে কেঁচে যাবে স্বপ্নেও বোধহয় ভাবতে পারেননি বাম এবং কংগ্রেসের তৃণমূল বিরোধী নেতারা। বস্তুত মুকুল রায়ের নেতৃত্বে নবগঠিত জাতীয়তাবাদী তৃণমূল কংগ্রেসের সঞ্চালনায় ভোটের অঙ্ক কষতেও শুরু করে দিয়েছিলেন আব্দুল মান্নান, অধীর চৌধুরী কিংবা গৌতম দেব-মহম্মদ সেলিমরা। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে প্রথমে টোস্ট এবং পরে চাইনিজ খেয়ে যেভাবে বিরোধী রাজনীতির অক্ষরেখা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন মুকুলবাবু তা হার মানাবে যে কোনও সুযোগসন্ধানী গোলগেটারকেও। আর বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র ৪-৫ মাস আগে মুকুলের এহেন স্ট্র্যাটেজিতে পুরো মাঠের বাইরে চলে গেল শাসক বিরোধিতার যাবতীয় রণকৌশল। বলা যায় একেবারে 'ঘেঁটে ঘ' হয়ে গেলেন রাজ্যের তথাকথিত পোড়খাওয়া বলে পরিচিত বিরোধীরা। এ যেন খেলার আগেই ছ-গোল খেয়ে যাওয়ার মতো কারবার। আসলে নাচতে না জানা নর্তকের মতো হাল এ রাজ্যের বিরোধীদের। সাংগঠনিক ক্ষয়িষ্ণুতা এবং আন্দোলন-বিমুখ রাজনীতি গত চার-পাঁচ বছরে বাড়তে দেয়নি বিরোধীদের। হাজারো সরকারি সন্ত্রাস বা রিগিং মেশিনারিকে দূরে সরিয়েও বলা যায় এ রাজ্যে ভোটের রাজনীতির নিরিখে বিরোধীরা শাসকের থেকে হাজার গুণ পিছিয়ে। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হল গত কয়েকটি নির্বাচন তা লোকসভা ভোট হোক, পুরসভার নির্বাচন হোক কিংবা বিভিন্ন উপনির্বাচন সবেতেই উপচে পড়েছে ঘাসফুলের সাফল্য। এই ভোটগুলিতে বিরোধীরা প্রায় এক্কাট্টাভাবে সারদা কেলেঙ্কারি এবং বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে তুলোধনা করেছেন তৃণমূল তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাও ভোটবাক্সে জয়জয়কার হয়েছে টিএমসি'র। অর্থাৎ ভোটের অঙ্ক যে পাটিগণিত বা বীজগণিতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা বেশ বুঝেছেন বিরোধীরা। এমতাবস্থায় তারা অনেক দিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলেন এক অনুঘটকের, যে শাসকের হাঁড়ির খবর রাখে, এবং প্রয়োজনে তৃণমূলের জয়ের ফর্মুলা ওলটপালট করে দিতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, সারদা কেলেঙ্কারিতে মুকুল রায় সিবিআইয়ের জেরার মুখে পড়ার পর দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যে দূরত্ব রচিত হয়(আদৌ মমতা-মুকুল সম্পর্ক বিষিয়ে গিয়েছিল কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন) তাতে যেন হাতে চাঁদ পায় বাম-কংগ্রেস-বিজেপির মতো বিরোধীরা। হয়তো বা সেই সুযোগে দুর্বল চিত্তের বিরোধীদের নিয়ে একরকম 'গেম' শুরু করে দেন মুকুল। মুকুলের এই ম্যাজিকে যে বিরোধীরা নিজেরাই ভ্যানিশ হয়ে যেতে চলেছেন তা বোধহয় সেইসময় তাঁদের উর্বর মস্তিষ্কে ঢোকেনি। বিরোধীদের মধ্যে শাসক বিরোধিতার এক ছদ্ম জিগির চাগিয়ে তোলার গ্রাফটাও ক্রমশ চড়াতে থাকেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী। এদিকে মুকুল রায় যে 'কুনকি হাতি'র মতো তাদের বিরোধিতার ভূতকে তাড়াতে শুরু করেছেন সেই মর্মার্থটা মাথাতেই আসেনি তাবড় শাসক বিরোধীদের। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল নয়, শাসকের মূল ভোটব্যাঙ্ক সংখ্যালঘু ভোটকেও নেপথ্যে কলকাঠি নেড়ে শাসকের পক্ষে এনে দিয়েছেন মুকুল। যার তাজা নমুনা হল সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির মঞ্চে মমতার উপস্থিতি। তুহা সিদ্দিকী বা রেজ্জাক মোল্লাদের সঙ্গেও দলনেত্রীর সম্পর্ককে মজবুতভাবে ঝালিয়ে নিয়েছেন তিনি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কাজ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সোনিয়া-রাহুলের অপার মমত্ব ঠিক বিধানসভা ভোটের আগে জেগে ওঠা এবং হেরাল্ড ইস্যুতে সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির কংগ্রেস বিরোধী অবস্থান। এতগুলি অঙ্ক মিলে যাওয়ায় ভোটের আগেই প্রায় ওয়াকওভার পেতে বসেছে ঘাসফুল ব্রিগেড।

তখন-এখন : দশে দশ

হারিয়ে গিয়েছে

- বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ
- সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আবেগ
- সুশাসনের প্রতিশ্রুতি
- রিজওয়ানুর কাণ্ডের আবেগ
- পরিবর্তনের স্লোগান নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ভীড়
- কংগ্রেস, এসইউসি, পিডিএস-এর সাহচর্য
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লিন ইমেজ
- মদন, মুকুল, কুণাল, কবীর সুমন, সৃঞ্জয়দের পাশে থাকা
- অধিকাংশ মিডিয়ার সাহায্য
- সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডুদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি

পাওয়া গিয়েছে

- বাংলা জুড়ে কাজের সাফল্য
- ফিল্ম জগতের সেলিব্রিটিদের সাহচর্য
- সারদার কালি
- খাগড়াগড়ের কাঁটা
- সন্ত্রাসবাদী যোগের সন্দেহ
- আর্থিক সংকট ও বাম আমলে ঋণের দায়ভার
- সিন্ডিকেট যন্ত্রণা, গোষ্ঠী সংঘর্ষ
- মুসলিমদের দোদুল্যমানতা
- কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, কাকদ্বীপের মতো বহু নারী নির্যাতনের কালিমা
- পুলিশের কু-কর্মের দায়

আইএস টার্গেটে গঙ্গাসাগর মেলা

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণ ও জাতীয় স্তরের প্রাচীন পৌরাণিক গঙ্গাসাগর মেলাকে টার্গেট করতে পারে আইএস (ইসলামিক স্টেট) মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র মারফৎ এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আইএস জঙ্গি হানা বিষয়ে সতর্ক করেছে। রাজ্যের যে কোনও বড় রেলস্টেশন, শপিং মল, হাসপাতাল কিংবা ধর্মীয় গুরুদের আক্রমণ করে রাজ্য তথা ভারতে অস্থিরতা সৃষ্টি করাই জেহাদি মৌলবাদী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি প্যারিসে আইএস জঙ্গি হানার পর পৃথিবীর সব দেশই চিন্তিত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। হাসনাবাদ, বসিরহাট, স্বরূপনগর দিয়ে প্রায় ২০০ জন কট্টর মৌলবাদী জামাতপন্থী নেতা বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যের সীমান্তে ঘাঁটি গেড়েছে। ওই জামাত নেতারা জামাত-উল-মুজাহিদিনের ঘনিষ্ঠ। এরা এ রাজ্যের সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের জেহাদি হিসাবে গড়ে তুলতে মগজ ধোলাই করছে। ভারত বিদ্বেষী কাজকর্মে তাদের লিপ্ত করাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা

সূত্রের খবর পশ্চিমবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদহ, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে আইএসে সখ্যতা গড়ে উঠছে। এরাজ্যের সংখ্যালঘু যুবকদের আইএসের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আইবির সাইবার সেলের এক সমীক্ষায় জানা যায় পাঁচটি রাজ্যে আইএসের প্রতি যুবকদের ঝোঁক ক্রমবর্ধমান। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। এ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলায় সারা ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা উপস্থিত হন।কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর ইতিমধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জলপথে নজরদারি বাড়ানোর জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট দিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে প্রতি বছরই গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এবার নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। জল-স্থল ও আকাশ পথে কঠোর নজরদারি থাকবে। সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলার অনেক আগে থেকেই ভিনরাজ্যের পুণ্যার্থীরা স্নান করতে আসেন। মূল মেলার সময় যতটা নজরদারি কঠোর করা হয়, মাসখানেক আগে তার ছিটে ফোঁটাও থাকে না। আগে থেকে যাতে নদীপথে কিংবা স্থলপথে কোনও জঙ্গি ঘাঁটি গাড়তে না পারে, তার জন্য রাজ্য প্রশাসনকে আরও সতর্ক হতে বলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সম্প্রতি কলকাতা থেকে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএস আইয়ের বেশ কয়েকজন চর ধরা পড়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যথেষ্ট চিন্তিত।

প্রোমোটারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে আসছে রিয়েল এস্টেট বিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা সহ শহরতলির প্রায় সর্বত্র বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণ ও প্রমোটারি নিয়ে একদিকে যেমন সিন্ডিকেট সংঘর্ষ এমনকি খুন-জখম চলে তেমন অন্যদিকে ঘটতে থাকে প্রতারনার ঘটনা। ফ্ল্যাট কিনে প্রায় প্রতিদিন প্রতারিত হয়ে চলেছেন ক্রেতারা। এমনকি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটের মালিকানা পাচ্ছেন না এমন ক্রেতার সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। এমনকি প্রমোটাররা শর্ত লঙ্ঘন করে চলেন অবাধে। কমপ্লিশন সার্টিফিকেট ছাড়াই ফ্ল্যাট ধরিয়ে দেন ক্রেতাকে। ক্রেতা সুরক্ষার নানা উপায় থাকলেও ক্রেতারা অসহায় বোধ করেন অর্থ দিয়েও। কারণ প্রমোটারদের সঙ্গে থাকে মস্তান বাহিনী থেকে রাজনৈতিক দাদারা।

এই অবস্থা থেকে ক্রেতাদের মুক্তি দিতে রিয়েল এস্টেট (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) বিল, ২০১৫ অনুমোদিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। ফ্ল্যাট, বাড়ি ও সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে এই বিলটিতে সম্মতি জানাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বিলটি এখন সংসদে আলোচনার পর আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়।

প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ' সংস্থা। প্রতিটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের রিয়েল এস্টেট এজেন্টের নাম নথিভুক্ত করা হবে ঐ সংস্থায়। প্রকল্প সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও বিবরণ প্রোমোটারকে বাধ্যতামূলকভাবে জানাতে হবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অফিসে।

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেনে ক্রেতা সাধারণকে যাতে অযথা হয়রানি বা প্রতারণার শিকার না হতে হয়, তা নিশ্চিত করার সংস্থান রয়েছে এই বিলটিতে। এছাড়াও, ফ্ল্যাট, বাড়ি বা সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিরোধের নিষ্পত্তিতেও এই বিলটি আইনে পরিণত হলে ক্রেতা সাধারণের সুরাহা হবে। রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনই বেসরকারি ক্ষেত্রের আরও বেশি করে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সকলের জন্য বাসস্থান' কর্মসূচিটির লক্ষ্য পূরণও সম্ভব হয়ে উঠবে। আবাসিক ও বাণিজ্যিক দু'ধরণের রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রেই নতুন বিধি ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হবে। প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ' সংস্থা। প্রতিটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের রিয়েল এস্টেট এজেন্টের নাম নথিভুক্ত করা হবে ঐ সংস্থায়। প্রকল্প সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও বিবরণ প্রোমোটারকে বাধ্যতামূলকভাবে জানাতে হবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অফিসে। জমির পরিমাণ ও অবস্থা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, ঠিকাদার, স্থপতি, নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ইঞ্জিনিয়র সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে চুক্তির বিশদ তথ্য ও বিবরণ অবশ্যই পেশ করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রোমোটারকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অবৈধ দখলের ফাঁসে দমবন্ধ হাবড়াবাসীর

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ায় যানজট সমস্যা ক্রমশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। হাবড়া স্টেশন রোড ও তৎসংলগ্ন ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোড। প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক লোকের যাতায়াত এখানে। কিন্তু দিনের পর দিন হাবড়া স্টেশন রোড ও তার পার্শ্ববর্তী যশোর রোডের ফুটপাত চলে যাচ্ছে নতুন নতুন অবৈধ দখলদারদের গ্রাসে, বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া শহরটি কার্যত বহু পুরনো মোকাম অঞ্চল। বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে প্রতিদিন পাইকারি জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে আসেন। এছাড়া আছেন নিত্য খুচরো ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা। বিগত ২০-২৫ বছরে হাবড়া শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দশগুণ। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে সম্প্রসারিত হয়নি হাবড়া স্টেশন রোড ও তৎসংলগ্ন যশোর রোডের দুই পাশ। পুরনো দিনের সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে স্টেশন রোডের ফুটপাত ও যশোর রোডের দু'ধারে পায়ে হাঁটা জায়গাগুলো চলে যাচ্ছে অবৈধ দখলদারদের দখলে। এর ফলে প্রতিদিন ব্যাপক যানজটের কবলে পড়তে হচ্ছে অফিসযাত্রী, স্কুল-কলেজ ছাত্রছাত্রী সহ নিত্য যাত্রীদের। এমনকী দুর্ভোগের শিকার হতে হয় অ্যাম্বুলেন্স সহ আপৎকালীন রোগীদের। শুধু তাই নয়, যানজটের কারণে অনেক সময় আপৎকালীন রোগীরা সময় মতো হাসপাতালে পৌঁছতে না পারায় পথের মধ্যেই মৃত্যু পথযাত্রী হতে হয়। পাশাপাশি লেগেই আছে নিত্য দুর্ঘটনা। সম্প্রতি হাবড়ার কালিকা সিনেমা হলের সামনে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয় এক সাইকেল আরোহীর। এইসব অবৈধ দখলদারদের জন্য পুজোয় সাধারণ মানুষ এখানে প্রায় চলাফেরাই করতে পারেনি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বেহাল হয়ে পড়েছিল ট্রাফিক ব্যবস্থাও।

১৯৯৯-২০০০ সাল নাগাদ অরুণ মিশ্র উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক থাকার সময়, এখানে যশোর রোডের দুই পাশে কিছুটা জায়গা ছেড়ে লোহার রেলিং বসিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর প্রায় বছরখানেকের মধ্যে আবার তা ফিরে আসে পূর্বাবস্থায়। ফুটপাতের এই অবৈধ দখলদারি মুক্ত করতে, হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উদ্যোগে ও হাবড়া পুরসভার পক্ষ থেকে এইসব হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় তরুণকান্তি ঘোষ মার্কেটে। পুরপ্রধান নীলিমেষ দাস বলেন, 'তরুণকান্তি ঘোষ মার্কেটে ৮৮ জন হকারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তুলনায় হকারের সংখ্যা তো অনেক বেশি।

তাই সমস্যাটা মিটতে সময় লাগবে।' এদিকে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও পুরপ্রধানের পক্ষ থেকে হকারদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিলেও হকারদেরই একটা অংশ এই অবৈধ দখলদারি ছাড়তে আগ্রহী নয়। আর এদেরকে মদত দিচ্ছে স্থায়ী দোকানদার বা ব্যবসায়ীরা। এইসব স্থায়ী দোকানদার বা ব্যবসায়ীগণ মাসিক বা দৈনিক ভাড়ায় তাদের দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সামনে অবৈধ দখলদার বা হকার বসাচ্ছে।

একারণে সংশ্লিষ্ট পুরপ্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুটপাতকে অবৈধ দখল মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এইসব অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে মনে করেন স্থানীয় অফিসযাত্রী রমেন মল্লিক। রমেনবাবুর আরও মন্তব্য এর পিছনে রয়েছে শাসক দলের একাংশের পরোক্ষ মদত। জনৈক স্কুলশিক্ষিকা শেফালি সরকারের অভিযোগ 'তাড়াতাড়ি গাড়ি ধরতে হলে প্রায়শই এইসব দখলদারদের জন্য শাড়ি, চুড়িদারের ওড়না টিনের খোঁচা বা পেরেকে বেধে ছিঁড়ে যায়।' স্থানীয় সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা বলেন, হাবড়ার রূপকথা সিনেমা হল সংলগ্ন রেলগেট থেকে জয়গাছির শঙ্কর সিনেমা হল পর্যন্ত একটি আন্ডারপাস হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। কারণ বিগত বামফ্রন্টের প্রয়াত পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সময়ে ভোট এলেই শোনা যেত উড়ালপুলের কথা। এটা স্বপ্নের মতো কিনা এ সংশয় থেকেই যাচ্ছে।' কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'বিগত লোকসভা ভোটের আগে হাবড়া শহরকে 'স্মার্ট সিটি' তৈরির কথা শোনা গিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিংও লাগানো হয়েছিল এই মর্মে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর ধীরে ধীরে সেই হোর্ডিংগুলো উধাও হয়ে যায়।' তিনি আরও বলেন, 'বিগত বামফ্রন্টের অমলে সাধারণ মানুষের মুখে পুলিশ এবং পুরসভার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শোনা যেত। এই অভিযোগ বর্তমানে নেই। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবকরা যথেষ্ট সতর্ক ও সংযত।' তবে, ইদানিং আন্ডারপাস হওয়ার যে কথা শোনা যাচ্ছে, তা লোকসভা ভোটের আরও স্মার্ট সিটির হোর্ডিংয়ের মতো আসন্ন বিধানসভা ভোটের জন্য নিতান্ত চমক কিনা, এ প্রশ্নও জাগছে হাবড়ার মানুষের মনে।

ছবি : মলয় দাস

উত্তর ২৪ পরগনা

জগদ্ধাত্রী সম্মান

গত শনিবার ৫ ডিসেম্বর চন্দননগরের মনোরম গঙ্গার ধারে এক সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে প্রদান করা হল জগদ্ধাত্রী সম্মান। সঙ্গে ছিল গুণীজন সম্মর্ধনাও। চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরের মোট ৬টি পুজো কমিটিকে সেরা শিরোপা তুলে দেওয়া হয়। নাচ-গানে মেতে ওঠে অনুষ্ঠান।

বিস্তারিত খবর ছয়ের পাতায়।

ফিরে দেখা ২০১৫, চোখ নয়া বছরে

ফেডের দিকে তাকিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি

শুদ্ধাশিস গুহ

বিদায় ২০১৫। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই এই আপ্তবাক্যে প্রস্থান করবে ১৫। শুরু হবে আরও একটি নতুন বছর ২০১৬। নয়া বছরে যথারীতি একঝাঁক নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে মাঠে নামবে শেয়ার বাজারও। ২০১৫'র ব্যর্থতা কাটিয়ে একটা ঝকঝকে ভালো বছর আশা করা যেতেই পারে। সত্যিই তো কিছু সময় বাদ দিলে এই বছরটা মোটেই সুবিধের ছিল না। বিশেষ করে ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য তো বটেই। বছরটা খারাপ গিয়েছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতি চিনের জন্যও। জাপানও সুবিধে করতে পারেনি সেভাবে। সেই তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের বাজার অনেকটাই ভালো গিয়েছে বেশ কিছু সময়কালের জন্য। একটানা ভালো পারফর্ম করে গিয়েছে ক্যাক, ড্যাক্স, এফটিএসই বা ন্যাসড্যাক–ডাওজোন্স। বছরের শেষে এসে খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে সেইসব মার্কেটও। কতদিন এই শ্লাঘা চলবে সেই বিতর্কে না গিয়ে সবাই (লগ্নিকারীদের কথাই বলা হচ্ছে সবাই বলতে) চাইছেন ২০১৬ বছরে যেন যা ধরবেন বা যে শেয়ার কিনবেন তাই যেন সোনা হয়ে ওঠে। তবে না শেয়ার বাজার। না হলে তো ব্যাঙ্ক বা তথাকথিত এফটি ইত্যাদি প্রকল্প রয়েছে। ভালো বাজার না থাকলে সরাসরি যারা লাভ ওঠাতে চান তাদের পক্ষে তা সম্ভব না। বরং পরোক্ষে শেয়ার বাজারে থেকে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা অনেকটাই ভালো। এই দিকটায় মূলত নজর দিয়ে থাকেন সকল শেয়ার বাজার গ্রহীতাই।। কারণ ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে যাবতীয় ঝক্কি এড়িয়েও এভাবেই লাভের গুড় তুলে নেওয়া সম্ভব।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পর সেখান থেকে লাভের টাকা তুলে নেওয়া খুব মুশকিল। আবার যখন যথার্থ বুল মার্কেট চলে তখন অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গিয়েছে অনেক আনাড়ি মানুষও এই বাজার থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আসলে সব কিছুর নেপথ্যে খানিকটা ভাগ্যের কারসাজি থাকলেও পড়াশুনার গুরুত্ব এই বাজারে অপরিসীম। এমনিতে ভালো বাজারে আনতাবড়ি তথাকথিত 'তাড়ু' লগ্নিকারীও অনেক টাকা কামিয়ে নিতে পারেন শেয়ার বাজার থেকে। প্রশ্নটা তা নিয়ে আদৌ নয়। কথাটা হল পড়াশুনা করা থাকলে, ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যালস জানা থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও না বাজে বাজারেও অর্থ রোজগার সম্ভব। খারাপ সময় বাজারের ক্ষেত্রে চলতেই পারে। তথাপি দেখা যায় কিছু শেয়ার খারাপ বাজারেও যথেষ্ট ভালোভাবে নড়াচড়া

অর্থনীতি

করছে। আসলে এইসব সেক্টর এখন বুলিশ বা ভালো অবস্থায় রয়েছে। তাই নিফটি যতই ৯হাজার ঘর দেখিয়েও সাত হাজারি হয়ে ওঠে তাতেও হেলদোল হয় না এই সব ক্ষেত্রের শেয়ারের বৃদ্ধিতে। ওষুধ এবং গাড়ি সংক্রান্ত শেয়ারগুলি এই খারাপ বাজারের প্রেক্ষিতেও যথেষ্ট মজবুত জায়গায় অবস্থান করছে। এটা তো নিঃসন্দেহে ভালো ঘটনা। অনেকের একটা বদ্ধ ধারণা থাকে যে বাজার যখন পড়বে তখন সব শেয়ারই নিচে আসবে। আর বাজার বাড়লে সব শেয়ারের দাম বাড়বে। এটা মোটেই যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। সেইজন্যই দেখা যায় বাজারের হাজারো ওঠানামাতেও প্রভাব পড়ে না উল্লেখযোগ্য সেক্টর বা তৎসংলগ্ন শেয়ারের দামে। এটাই চলিত নিয়ম। তাই বাজারের বাড়া–কমার সঙ্গে এইসব শেয়ারের উত্থান–পতন কোনওভাবেই জড়িত নয়। শুধুমাত্র নিফটির অন্তর্ভুক্ত যেসব শেয়ার তাদের দামের ওঠাপড়া অনেকটাই বাজার নির্ভর। নিফটির শেয়ার বলতে তো সাকুল্যে হাতে–গোণা কয়েকটি। বাকি হাজার হাজার শেয়ার নিফটির বা বাজারের মর্জির ওপর মোটেই নির্ভর করে না। এখানে একটা কথা অবশ্য প্রযোজ্য। সেটি হল বিশেষ কোনও বড় ইভেন্ট বা ঘটনা প্রায় সব শেয়ারকেই ছুঁয়ে যায়। সেক্ষেত্রে খারাপ খবর বা বাজে কিছু উপাদান না থাকা সত্ত্বেও সেইসব শেয়ারের দামে হেরফের ঘটে যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে একটা একেবারেই আগত প্রায়। তা হল আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক তথা ফেড সেদেশে এবার সুদের হার বাড়াতে চলেছে। এই বিষয়টি প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গত কয়েকমাস ধরে বাজার দু–একটি ব্যতিক্রমী সপ্তাহ বাদ দিলে ক্রমশ পড়েই চলেছে, লাগাতার। এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে আমেরিকায় সুদের হার বাড়ানো ব্যপক প্রভাব ফেলবে ভারতের বাজারে। আবার একে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া বা উপেক্ষা করা তো একেবারেই সম্ভব নয়। এক্ষত্রে মনে করা হচ্ছে, অন্তত বিশেষজ্ঞদের ডেস্ক থেকে প্রাপ্ত খবরানুযায়ী ধরে নেওয়া যায় সুদের হার বাড়ল আমেরিকায়। সেই পরিমাণ যদি বাজারের নাগালের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা সহ্য করে নেবে ভারতের নিফটি–সেনসেক্স। আর যদি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বাড়ে সুদ, এবং আগামি দিনে নিয়মিত ব্যবধানে সুদ বাড়ানোর চক্র যদি অব্যাহত রাখে আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক তবে সঙ্কট রয়েছেন ভারতের। এবং তৎসহ ইমার্জিং মার্কেটের। সেই খারাপ দশা বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে। যার আগুনে জ্বলতে হবে ভারতীয় লগ্নিকারীদের।

এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে ভারতের নিফটি সাত হাজার ভাঙবে না কিছুতেই। বড়জোর এই কিছুদিন আগের নিচু স্থান অর্থাৎ ৭৫০০–র লেবেল টার থেকে নিচে আসতে পারে সামান্যই। এই জায়গায় লক্ষ্মণ রেখাও টেনে ধরা হয়েছে। যা দেখাচ্ছে ওই গণ্ডি কাটা হয়েছে ৭২০০–র কাছেপিঠে। সামান্য একটা অংশের ধারণা এই নিম্নসীমা আরও ব্যপ্ত হয়ে সাড়ে ছয় হাজারের ঘরে চলে আসতে পারে। নিফটির এই যে তলদেশ দেখানো হচ্ছে সেটি হল গত বুল মার্কেট বা ২০০৮–এর সর্বোচ্চ স্থানটা ওই ৬৩০০ থেকে ৬৫০০। ফলে এই জায়গায় কড়া নজর থাকবে আগামী কয়েকদিন, বিশেষ করে এই ১৬ ডিসেম্বর, যেদিন ফেড তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। কোনও ক্ষেত্রে ফেড যদি আপাত স্থগিত রাখে সুদ বাড়ানোর প্রক্রিয়া তাহলে অতি অবশ্যই মহার‍্যালি লক্ষিভূত হবে ভারতের বাজারে। সারা বিশ্ব বাজারেই সেই হিন্দোল ছড়িয়ে পড়বে। এমনিতে আমেরিকার ফেড এই যে সুদ বাড়ানোর পথে হাঁটতে চলেছে তার মূল লক্ষ্য হল সারা বিশ্বের যত মুদ্রা বা কারেন্সি আছে তার সঙ্গে টেক্কা দিতে বা তাদের ছাপিয়ে যেতে। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি ইসিবি ইউরোকে শক্তিশালী করতে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা এবং স্টিমুলাস প্রদানের যে পথে এগিয়েছে তাতে চাপ বেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। সেদিক থেকে মনে করা হচ্ছে আর না পিছিয়ে এবারেই হয়তো সুদের হার বাড়াবে ফেড। হতে পারে খুব সামান্য পরিমাণ বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রক্ষণাত্মক পথে হাঁটল ফেড। তা হলেও পোয়াবারো ভারতের বাজারের। সব দিক খতিয়ে দেখেই মধ্যবর্তী ডিসেম্বর পথ নির্দেশ করবে ভারতের বাজারের।

একটা অন্য কথাও আছে এই ডিসেম্বর নিয়ে। তা হল নিয়ম করে এই মাসের মাঝখান থেকে নিজেদের মহাজনদের যাবতীয় ঋণ মেটাতে শেয়ার বিক্রি করা এবং একইসঙ্গে বড়দিনের ছুটি কাটাতে যাওয়া। বিদেশিদের এই শীতঘুম ভাঙবে মোটামুটিভাবে আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। ক্রিকেটের ল্য অফ অ্যাভারেজ শব্দ ধার করে বলা যেতে পারে ২০১৪–র মহা উত্থান এর পর একবছরের শ্লথ গতি কাটিয়ে ২০১৬ তে হয়তো একটা ভালো বছর পাওয়া গেল। যার প্রত্যাশায় বুক বাঁধছেন সকলেই। এমন একটা লগ্ন বা আদর্শ পটভূমিকা তৈরি হল যাতে সব কিছুই ছুলে সোনা হয়ে ওঠে। তাও এই উত্থানের বছরেও মূলত ওষুধ, গাড়ি, ব্যাঙ্কের সঙ্গে নজর দিতে হবে ইনফ্রা এবং বিদ্যুতের শেয়ারেও। হয়তো বা নয়া বছর এই দুই সেক্টরের পক্ষে লাভদায়ক হয়ে উঠল। তা বলে মেটাল এবং অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এখনও খুব ভালো অবস্থায় নেই যাতে বাজি ধরা চলে। এর পাশাপাশি কিছু ভ্যালু বাইয়িং করতেই হবে আগামী দিনের লাভের ফসল ঘরে তুলতে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ ডিসেম্বর – ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

উচ্চমাধ্যমিকদের ট্রেনিং দিয়ে নেভিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু নাবিক নিয়োগ করবেন ভারতীয় নৌবাহিনী। প্রশিক্ষণ হবে আর্টিফিশার অ্যাপ্রেন্টিস (এএ) ১৪০ ব্যাচে। শুধুমাত্র অবিবাহিত ছেলেরা আবেদন করতে পারবেন। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৬–র আগস্ট মাস থেকে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর–সহ অঙ্ক ও ফিজিক্স–সহ উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে অপশনাল বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে কেমিস্ট্রি বা বায়োলজি বা কম্পিউটার সায়েন্স।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭ সেমি। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন ও বুকের ছাতি থাকতে হবে। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া উভয় চোখের ৬/১২ এবং চশমা–সহ ৬/১২ হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, মৃগীরোগ থাকলে এবং কোনও মানসিক অসুস্থতায় ভুগে থাকলে, হৃদরোগ থাকলে, কানে কোনও সংক্রমণ থাকলে বা চোখের অপারেশন হয়ে থাকলে চলবে না।

জন্মতারিখ : ১–৮–১৯৯৬ থেকে ৩১–৭–১৯৯৯–এর মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,০০০ টাকা। গ্রেড পে ২,০০০ টাকা, মিলিটারি সার্ভিস পে ২,০০০ টাকা, গ্রুপ পে ১,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। মাস্টার চিফ পেটি অফিসার–ওয়ান (সুবেদার মেজর ব্যাঙ্কের সমতুল) পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, ফিজিক্যাল ফিটনেট টেস্ট এবং মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। প্রার্থ বাছাইয়ের পরীক্ষা হবে মার্চ/এপ্রিল মাস নাগাদ। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ইংরেজি, বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞানের ওপর অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় প্রশ্ন করা হবে। সময় ১ ঘন্টা। এরপর ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট এবং মেডিক্যাল টেস্ট দিতে হবে। ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টে থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ ফিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট আপ (ওঠ–বোস) এবং ১০টি পুশ্প আপ। এরপর ফাইনাল মেডিক্যাল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় যাবতীয় আসল নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ফাইনাল মেডিক্যাল টেস্টের জন্য কললেটার পাঠানো হবে। কললেটারের সঙ্গে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফর্ম পাঠানো হবে যা আই এন এস চিলিকায় জমা দিতে হবে।

প্রথমে ৯ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হবে আই এন এস চিলিকায়। এরপর ট্রেড অনুসারে প্রফেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হবে দেশের বিভিন্ন ন্যাভাল ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্ট।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiannavy.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। ১৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পরে সেটির দুটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। একটি প্রিন্ট আউট নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। অন্যটি পাঠাতে হবে।

দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

- সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের একটি রঙিন ফটো। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ফটোটি সেঁটে দেবেন। নীল ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাবেন।

কাজের খবর

- জন্মতারিকের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- এনসিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (থাকলে)।
- ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- নিজের নাম–ঠিকানা লেখা ২২x১০ সেমি মাপের একটি খাম। খামের ওপর ১০ টাকার স্ট্যাম্প সেঁটে দেবেন।

নথিপত্র সহ প্রিন্ট আউট ভরা খামের ওপর লিখবেন : Online AA Application 140 bach & 10+2 percentate – শূন্যস্থানে উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ লিখবেন।

সাধারণ ডাকে পূরণ করা দরখাস্ত চাই ৩ জানুয়ারির মধ্যে এই ঠিকানায় : POST BOX NO. 476, GOL DAK KHANA. GPO. NEWDELHI – 110 001.

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য উপযুক্ত ওয়েবসাইট। কোনও সমস্যায় পড়লে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০১১–২৩৭৯–৩০৬৭।

সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট ২১ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের সহস্রাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা নির্ণায়ক সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি (সিটিইটি) ২১ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা পরিচালনা করবেন সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। এই পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

এই পরীক্ষায় সফল হলে সেটা দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় এবং সেন্ট্রাল টিবেটান স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। এছাড়াও চন্ডিগড়, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান–নিকোবর, দমন ও দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি ও দিল্লি প্রশাসনের অধীন স্কুলগুলিতেও এইসব ক্লাসে শিক্ষকতার জন্য বিবেচিত হবেন এই পরীক্ষায় সফল হলে। দেশের বেসরকারি স্কুলগুলি এবং দেশের কোনও রাজ্যের সরকার রাজ্যস্তরে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট) না নিলে সিটিইটি পরীক্ষাটির ফলাফলকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করতে পারে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই সিটিইটি–তে সফল হলেই নিয়োগ পাবেন না বিভিন্ন স্কুল তাদের প্রয়োজনমতো শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিলে এই যোগ্যতা থাকলে আবেদন করতে পারবেন। সি–টেট সার্টিফিকেট রেজাল্ট ঘোষণার পর থেকে সাত বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

সিটিইটি পরীক্ষায় বসার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন বা ৪ বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (বিএলএড) বা ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (স্পেশ্যাল এডুকেশন)। অথবা মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চ–মাধ্যমিক এবং এনসিটিই রেগুলেশনস, ২০০২ অনুসারে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষকপদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে। গ্র্যাজুয়েট এবং সেইসঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনে ২ বছরের ডিপ্লোমা। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ গ্র্যাজুয়েট এবং সেইসঙ্গে ১ বছরের বিএড বা স্পেশাল এডুকেশন বিএড ডিগ্রি। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি বা বিএ/বিএসসি(এড) অথবা বিএ(এড) অথবা বিএসসি (এড)–এর ক্ষেত্রে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। অথবা মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট এবং এনসিটিই রেগুলেশনস, ২০০২ অনুসারে ১ বছরের বিএড ডিগ্রি।

সবক্ষেত্রেই বিএড বা ডিএলএড–এর ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তফসিলি ও বিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

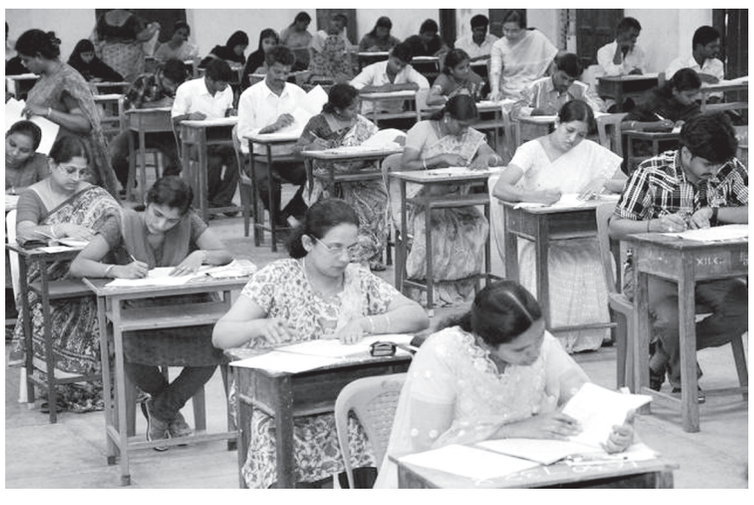

সবক্ষেত্রেই স্পেশ্যাল এডুকেশনের শিক্ষক–শিক্ষক কোর্স রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (আরসিআই) এবং সাধারণ শিক্ষক–শিক্ষণ কোর্স এন সিটিই কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।

সিটিইটি–তে বসার জন্য বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই। তবে এই পরীক্ষায় সফলরা স্কুলে চাকরির জন্য আবেদন করতে সংশ্লিষ্ট স্কুলের নিয়মকানুন মানতে হবে।

সি–টেট পরীক্ষায় অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। দু'টি পত্রের পরীক্ষা। যাঁরা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতা করতে চান তাঁরা প্রথম পত্রের এবং যাঁরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার জন্য বিবেচিত হতে চান তাঁরা দ্বিতীয় পত্রের উত্তর করবেন। যাঁরা উভয়স্তরের জন্যই বিবেচিত হতে চান তাঁদের দুটি পত্রেরই উত্তর দিতে হবে।

পরীক্ষা ২১ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টা থেকে প্রথম পত্রের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে। প্রতি পত্রের জন্য সময় আড়াই ঘন্টা। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র দুর্গাপুর (সিডি কোড ৮৩) ও কলকাতা (সিটি কোড ৮৪)।

পেপার ওয়ান থাকবে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি, ল্যাঙ্গুয়েজ–১, ল্যাঙ্গুয়েজ–২, ম্যাথামেটিক্স, এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ। প্রতিটি বিভাগ ৩০ নম্বরের। মোট ১৫০ নম্বর। পেপার টুয়ে থাকবে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি, ল্যাঙ্গুয়েজ–১, ল্যাঙ্গুয়েজ–২ (প্রতিটি বিভাগ ৩০ নম্বরের) এবং ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড সায়েন্স অথবা সোশ্যাল স্টাডিজ বা সোশ্যাল সায়েন্স টিচারের ক্ষেত্রে সোশ্যাল স্টাডিজ ও সোশ্যাল সায়েন্স (৬০ নম্বর)। পরীক্ষার বিশদ সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ctet.nic.in

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ctet.pic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপিডি ফর্ম্যাটে ৪ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১ থেকে ২৪ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ চালানের মাধ্যমে দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা) এবং দু'টি পেপারের পরীক্ষা দিতে চাইলে ১,০০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ ও ট্যাক্স অতিরিক্ত লাগবে। ই–চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক বা এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্কের যে–কোনও শাখায়। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে অনলাইন মাধ্যমেও ফি জমা দিতে পারেন। ফি জমা দেওয়া যাবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ সিস্টেম জেনারেটেড কনফার্মেশন পেজ–এর প্রিন্ট আউট নিয়ে নিতে হবে। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। কোথাও পাঠাতে হবেনা। পরে প্রয়োজন হবে।

অনলাইন দরখাস্তে কোনও ত্রুটি থাকলে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারির মধ্যে তা অনলাইনে সংশোধন করা যাবে। ২৫ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

জল ও কর্মীর অভাব বৃহত্তর বেহালা বইমেলার : চেয়ারম্যান

সুদীপ কুমার দাস, বেহালা

প্রযুক্তির ব্যহারে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা আজ ভাঙতে ভাঙতে এতটাই সরলীকৃত হয়েছে যে মানুষ ভুলতে বসেছে আসল ভাষা। এই ভাষাগত সঙ্কটে বেহলার বিদ্বদজনেরা আয়োজন করছেন আমাদের

বাংলাভাষা'র ভাবনায় 'বৃহত্তর বেহালা বইমেলার'। ৪ ডিসেম্বর বেহালা ব্লাইন্ড স্কুল প্রাঙ্গনে পালিত হল এই বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, চলবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেলার সভাপতি সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট লেখক ও কলকাতা পুরসভার বোরো ১৩–র চেয়ারম্যান মাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় সহ বহু পাঠক এবং ক্রেতা।

মানিকবাবু বলেন, ''বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বই'' পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর, বিভূতিভূষণের সময় পাঠক সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। প্রযুক্তি ব্যবহারে তাতে ঘাটতি এনেছে। সেই প্রতিকূলতায় এই প্রয়াস ভাল, কিন্তু আয়োজনে ত্রুটিপূর্ণ। মেলা প্রাঙ্গনে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই, কর্মী সংখ্যাও কম।''

সমগ্র মেলা প্রাঙ্গনে ৯০টি বইয়ের স্টল থাকছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের জন্য স্টল, এপিজে আব্দুল কালামের চিত্র প্রদর্শনী, লিটল ম্যাগাজিন ও বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকছে উইকিপিডিয়ার সঙ্গে প্রতিদিন ই–ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা।

সম্ভাবনা থাকলেও বুড়ুলে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার হল না

কুনাল মালিক

জেলার হুগলি নদীর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বজবজ ২নং ব্লকের বুড়ুলে যথেষ্ট পর্যটন সম্ভাবনা থাকলেও বাম আমলে কিছুই হয়নি। তৃণমূল সরকারের সাড়ে চার বছর অতিক্রান্ত হলেও পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে বুড়ুলকে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি।

বুড়ুলে প্রতিবছর শীতের সময় নদীর পাড়ে ঝাউগাছের ছায়ায় দূর–দূরান্ত থেকে মানুষজন পিকনিক করতে আসেন। বর্তমানে রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত নদীর ধার বরাবর রাস্তা পাকা হওয়ায় মানুষের আনাগোনা আরও বেড়েছে। ফলতা থেকে বুড়ুল পর্যন্ত রাস্তা পাকা হচ্ছে।

অথচ বুড়ুল ফেরিঘাটের হাল এখনো ফেরেনি। নড়বড়ে বাঁশের জেটিঘাটে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রচুর মানুষ এখান থেকে লঞ্চে করে ৫৮ গেটে যায়। ফেরিঘাটে কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচাগার নেই। সন্ধ্যের পর আলোও জ্বলেনা। ফেরিঘাটে নামার মুখে নদীবাঁধে একটি পঞ্চায়েত সমিতির সুলভ শৌচাগার থাকলেও জলের অভাবে সব সময় তা তালাবন্ধ থাকে। হরিবাসরের পাশে একটি ঘেরা পিকনিক স্পট আছে। শীতকালে তা পরিষ্কার করে স্থানীয় হরিবাসর উন্নয়ন সংস্থা পরিচালনা করে। বুড়ুল বাস স্ট্যান্ডের পিছনে সরকারি কয়েকবিঘা খাস জমি আছে। সেখানে যদি সরকারি উদ্যোগে হলিডে হোম বা কটেজ করে পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং ফুড কর্নার করা হয় তাহলে এলাকার আর্থিক পরিকাঠামো বদলে যেতে পারে। বুড়ুল থেকে লঞ্চে করে হাওড়া জেলার ৫৮ গেটে অনেকে বেড়াতে যান। ওপারে পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এপারেও পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার যথেষ্ট আদর্শ ক্ষেত্র রয়েছে।

বুড়ুল থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য প্রবীর দাস বলেন, বাম আমলে শমীক লাহিড়ী তাঁর সাংসদ কোটা থেকে ৭ লক্ষ টাকা পিকনিক স্পট গড়ে তোলার জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আর তেমন কিছুই হয়নি। আমরাও চাই বুড়ুলকে নতুন করে সাজানো হোক। বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, ওখানে জলের অভাবে সুলভ শৌচাগার

বন্ধ আছে, ওটা খুব শীঘ্রই খোলা হবে। আর বুড়ুলে যাতে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার হয়, তার জন্য তিনি সচেষ্ট আছেন বলে জানান।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদের উদ্যোগে রায়পুর থেকে ফলতা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করা হয়েছে। নদীর পাড়ে বসার সিটও করা হয়েছে। সোলার লাইট লাগানো হয়েছে। জেলাশাসককে এবং পর্যটন মন্ত্রীকে বুড়ুল নিয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই বুড়ুলে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ শুরু হবে।

শিক্ষাব্রতী কোন্নগর হাইস্কুল

রিম্পি ঘোষ: স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে যে কয়েকটি শিক্ষা কেন্দ্র সনাতন ভারতীয় সমাজে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সেগুলির মধ্যে অবিভক্ত বাংলার হুগলি জেলার কোন্নগর হাই স্কুল অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায় ১৮৫৪ সালের ১ মে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়ংবেঙ্গল সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ডিরোজিওর শিষ্য, কোন্নগরের রূপকার মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় পাঁচ বিঘা জমি দান করেন। উত্তরপাড়ার রাজপরিবারের সন্তান বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই মহৎ কাজ সাফল্যমন্ডিত করতে শিবচন্দ্র দেবকে সহযোগিতা করেন। সূচনালগ্নে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'কোন্নগর হাই ইংলিশ স্কুল'। প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যালয়ের ভবনটি ছিল একতলা ও মাটির তৈরি। পরবর্তীকালে ঐ ভবনটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হলে পুনরায় নতুন করে একটি দ্বিতল ভবন গড়ে তোলা হয়। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং এই ভবনের উদ্বোধন করেন। এর পাশাপাশি 'মাল্টিপার্পাস ব্লক' বলে আরেকটি ভবন তৈরি হয়। মহান বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকলেও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ– মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হলে বিদ্যালয়টি এই দুটি সংস্থার অধীনে চলে যায়। তখন বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় কোন্নগর হাই স্কুল। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি এইখানে হাতের কাজ সংক্রান্ত বহুমুখী বিভাগ ছিল যা পরে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এখানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন–পাঠন চলে। এর সঙ্গে বৃত্তিমূলক শাখায় ডায়েটিশিয়ান, নিউট্রিশন, অটোমোবাইল মেকানিকস, অটোমোবাইল সার্ভিসিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড প্রোগ্র্যামিং ও কম্পিউটার অ্যাসেমব্লিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ইত্যাদি যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া, তপশীলি জাতি ও উপজাতি এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বি.পি.এল) ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুবিধা। এই স্কুলটিতে মূলত ছেলেরা পড়াশোনা করলেও বৃত্তিমূলক শাখায় উচ্চ–মাধ্যমিকে মেয়েরাও ভর্তি হতে পারে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির মূল ভবনটি দ্বিতলে ও 'মাল্টিপার্পাস ব্লক' ভবনটি তিনতলায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১,০০০। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৪০ ও বৃত্তিমূলক শাখায় প্রায় ১২ জন শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে কর্মরত। পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি ও কম্পিউটার রয়েছে প্রায় ২০টা। এর পাশাপাশি রয়েছে বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে 'বিনোদ ভবন' অডিটোরিয়াম। দীর্ঘ ১৬১ বছর ধরে হুগলি জেলার শিক্ষা বিস্তারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছে এই কোন্নগর হাই স্কুল।

সিঙ্গুর বইমেলা শুরু ১২ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯তম সিঙ্গুর বইমেলা শুরু হচ্ছে ১২ ডিসেম্বর,চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত (রবিবার)। শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাহিত্যিক দেবল দেব বর্মা, সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। প্রতি বছরের মতো বইমেলা হবে অপূর্বপুরে সিঙ্গুর যুব সংঘ ময়দানে। বইমেলার যুগ্ম সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর চন্দ্র জানান, প্রতিদিন বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকছে গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক। এছাড়া থাকবে চিত্রানুষ্ঠান। কবিতা পাঠের আসর।

থাকছে আলোচনা সভা বিষয় পাশ–ফেল প্রথা এবং শিক্ষার অধিকার বাংলার শ্রমজীবী মানুষ। এই আলোচনা সভাগুলির প্রধান আলোচক হিসাবে দেবাশিস সরকার, অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী ও অঞ্জন বেরা থাকবেন।

বইমেলার কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক বলেন, এবারও মেলা কমিটির তহবিল থেকে বই ক্রেতাদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। এই বইমেলা উপলক্ষ্যে গত ৬ ডিসেম্বর (রবিবার সিঙ্গুরের বিভিন্ন ক্লাব এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হয়। এই পদযাত্রা স্লোগান ছিল যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। তাছাড়া 'বই পড়ুন এবং পড়ান।' কলকাতা বইমেলার বাইরেও জেলা এবং শহর লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে যে বইয়ের পার্বন চলে তাতে উৎসাহীর সংখ্যা কোনও অংশে কম থাকে না। বরং কলকাতাকে গ্ল্যামারে না হোক, আন্তরিকতায় টেক্কা দিয়ে যায় মফস্বলের এই বইমেলাগুলি।

নোদাখালীতে রাসমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নোদাখালী রাসমেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৫ ডিসেম্বর নোদাখালী নতুন রাস্তার মোড়ে ১৩তম বর্ষের রাসমেলার সূচনা হল। মেলা চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা সেন। যিনি 'দুষ্টু' নামে খ্যাত। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মনোগ্রাহী শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়ে রাসমেলার সাফল্য কামনা করেছেন। মেলায় আকর্ষণীয় রাসমঞ্চ এবং কলিঙ্গাসুর বধ অটোমেশন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলায় প্রচুর দোকান মেলাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রচুর মানুষ মেলায় ভীড় করছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক কুণাল মালিক।

চুঁচুড়ায় পালিত হল বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৫ ডিসেম্বর হুগলি জেলায় মহাসমারোহে পালিত হল আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা ঘোষিত আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষে বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হয়। মূলত বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন ও মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণের মধ্য দিয়ে এই আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ পালন করা হয়। চুঁচুড়ায় আয়োজিত এই বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দিবসে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ মেহেবুব রহমান, জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি চামেলী মুর্মু, সেচ ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মানস মজুমদার, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিকর্তা তপন কুমার মন্ডল প্রমুখ। উদ্ভিদের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ১৬টি খাদ্যোপাদান কম বেশি প্রয়োজন। এদের মধ্যে ৭টি খাদ্যোপাদান অর্থাৎ জিঙ্ক, কপার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, মলিবডেনাম ও ক্লোরিন খুব কম পরিমাণে উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

এজন্য এদের অনুখাদ্য বলে। গাছের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই অনুখাদ্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাটিতে ও গাছে অনুখাদ্যের অভাবে শস্যের ফলন ও বিভিন্ন রকম রোগের বিরুদ্ধে শস্যের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এই অনুখাদ্যগুলির মধ্যে জিঙ্ক, বোরন ও মলিবডেনামের বেশি ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে মাটির উর্বরতাও হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে ফসলের স্বাভাবিক ফলন পেতে গেলে অভাবগ্রস্ত এলাকায় মাটিতে কোন অনুখাদ্য কতটা প্রয়োগ করতে হবে, কোন মাটিতে যে অনুখাদ্য আছে তা পুনরায় প্রয়োগ করার দরকার নেই তা জানতে হলে মাটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যেই জাঙ্গিপাড়া, পুরশুড়া, চন্ডীতলা–১ ও ২ এবং তারকেশ্বর এই পাঁচটি ব্লকের মাটি বর্ধমানের মাটি পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। এই জেলার মাটিতে জিঙ্ক ও বোরনের ঘাটতি রয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই মাটি পরীক্ষারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাটি পরীক্ষা নিয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি 'সয়েল হেলথ কার্ড' বিতরণের মধ্য দিয়ে হুগলি জেলাতে ২০১৫ সাল 'আন্তর্জাতিক

মৃত্তিকা বর্ষ' হিসাবে উদযাপিত হচ্ছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ৩২ হাজার 'সয়েল হেলথ কার্ড' প্রাথমিক পর্যায়ে বিতরণ করা হবে। প্রায় ২.৫ হেক্টর মাটি পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ৫১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫১৮ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট প্রায় পাঁচটি জায়গার মাটি একত্রিত করে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ মেহেবুব রহমান এদিন প্রায় ১০০ জন ক'ষককে 'সয়েল হেলথ কার্ড' বিতরণের মধ্য দিয়ে এই অভিযানের সূচনা করেন। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার বা কেঁচো সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন জেলার সভাধিপতি। চুঁচুড়াতে কৃষি দপ্তরে যে মাটি পরীক্ষাগার আছে তা ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ব্যবহার করা যাবে এমনটাই জানা যায়। এর পাশাপাশি ঐদিন আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে আরামবাগ পঞ্চায়েত ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার ও এ.ডি.ও. উজ্জ্বল বেরা। তারকেশ্বর কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ঐদিন প্রায় ২৫ জন চাষিকে 'সয়েল হেলথ কার্ড' বিতরন করা হয়। ২০১৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ১৩০০ জন চাষিকে এই কার্ড বিতরন করা হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

মহানগরে

আইটিবিপি–র 'স্বচ্ছ গঙ্গা' অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) ২ অক্টোবর ২০১৫–র উত্তরাখণ্ডের দেব প্রয়াগ থেকে স্বচ্ছ গঙ্গা অভিযান শুরু করে ৪৫ জনের একটি দল সুরিন্দার ক্ষেত্রীর নেতৃত্বে। এরই সঙ্গে তারা 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এবং 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের বার্তা ছড়ায়। তারা দুটি ইঞ্জিন চালিত নৌকায় পলিথিন এবং অন্যান্য ময়লা গঙ্গা থেকে পরিস্কার করতে করতে ২৩ হাজার ৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে। এই সুদীর্ঘ অভিযানে তারা ১৩টি জায়গায় যেমন দেবীপ্রয়াগ, ঋষিকেশ, কনৌজ, এলাহাবাদ, বারানসি, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, শহিদগঞ্জ, কানপুর, মুঙ্গেরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৮ ডিসেম্বর কলকাতার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে তারা সংবর্ধিত করেন।

এদিন দলের প্রধান সুরিন্দর ক্ষেত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, মানুষকে সচেতন করাই তাদের প্রথম লক্ষ্য। কারণ মানুষ গঙ্গার জলে নানাবিধ সাবান দিয়ে জামা কাপড় কাচা, স্নান করা না বন্ধ করলে গঙ্গার দূষণ আরও বেড়ে যাবে।

একটা সময় ছিল মানুষ গঙ্গার জলও পান করত। কিন্তু এখন তা বিষাক্ত। এর আরও কারণ হচ্ছে যথেচ্ছ মাছ ধরা। গঙ্গার মাছ এতো পরিমাণে ধরা হচ্ছে যে, গঙ্গা দূষণ বেড়েই চলেছে। মানুষ গঙ্গায় প্লাস্টিক বা অন্যান্য পদার্থ জলে ফেলছে যা জলে সহজে মিশে যায় না। তবে তিনি বলেন, কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গার গতি বেশ ভালোই। তাই এখানে দূষণের পরিমাণ কিছু হলেও কম অন্যান্য গঙ্গাকূলবর্তী রাজ্য থেকে। কিছু কিছু রাজ্যে মৃতদেহ পর্যন্ত গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কলকাতায় তা একেবারেই হয় না। আইটিবিপির প্রধান সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলেন, পচনশীল পদার্থ যেমন ফুল, পাতা গঙ্গায় ফেললে তেমন কোনও দূষণ ঘটে না। কিন্তু এমন জিনিস যা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরি এবং সহজে পচনশীল নয় তা যদি গঙ্গায় ফেলা যায় তাহলে গঙ্গা দূষণ অতিমাত্রায় বাড়ে।

এই দল ৫০টি জায়গা থেকে গঙ্গা জলের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। যা তারা পরীক্ষা করে দেখবে কোন জায়গায় দূষণ সব চেয়ে বেশি। ১২ ডিসেম্বর তাদের এই অভিযান গঙ্গাসাগরে গিয়ে শেষ হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি আইটিবিপির এই অভিযানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

পুর প্রমোদ–কর আদায়ে ঘাটতি

বরুণ মন্ডল

কলকাতা পুর প্রমোদ–কর বাবদ পুরসভার আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, জানিয়েছেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসে প্রমোদ–কর বাবদ পুরসভার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.০৩ শতাংশ। বর্তমান পুরবোর্ডের সপ্তম পুরঅধিবেশনে পুরসভার বামফ্রন্টের বিরোধী দলনেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ অভিজ্ঞ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক জানান, গত ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে অ্যামিউজমেন্ট কর বাবদ পুরসভার সংগ্রহ ১,৭৯,৩০,৪৯৮ টাকা আর চলতি অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসে প্রমোদ–কর বাবদ পুরসভার সংগ্রহ ২,০৩,৮১,২৮৪ টাকা অর্থাৎ আয় গত অর্থবর্ষের তুলনায় ২৪,৫০,৭৮৬ টাকা বেশি। পুর হল ও মঞ্চ ভাড়া দিয়ে যে টাকা পুরসভা পায় ইদানিং কালে সেটা বেড়েছে। তবে রত্নাদির প্রশ্নে 'নাইট ক্লাব' শব্দ দু'টি নিয়ে মহানাগরিকের আপত্তি রয়েছে। মহানাগরিকের বক্তব্য, কলকাতা শহরটা ভালোভাবে ঘুরে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই যে 'নাইট ক্লাব কালচার' কলকাতায় এখনও সেভাবে ছড়ায়নি। অতএব এ শব্দ দু'টি কলকাতার ক্ষেত্রে না ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গত, গত ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে প্রমোদ–কর বাবদ পুরসভার আয় হয় ২,৭২,১৪,০০০ টাকা (প্রাক নিরীক্ষিত)।

রত্নাদি এক অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, অ্যামিউজমেন্ট কর আদায় কম হচ্ছে। যা হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না। যদি বাড়ানো যায়, মহানাগরিক যদি সে বিষয়ে একটু সচেষ্ট হন তাহলে পুরসভার পক্ষেই ভালো। মহানাগরিক সংযোজিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষেই কলকাতাবাসীর মানসিকতা ও সেজন্যে সমস্ত পুরপ্রতিনিধিদের মানসিকতাকেই এ সমস্যার জন্যই দায়ী করে দেন। মহানাগরিক বলেন, দেখবেন শহরের ক্লাব–কলেজ ইত্যাদি সংস্থা দু'লক্ষ টাকা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্যান্ডেল করছে, অত্যাধুনিক 'সাউন্ড সিস্টেম' করছে পুর হলগুলি ভাড়া নিয়ে। কিন্তু 'সরকারি প্রমোদ–কর' যদি একটু চার্জ করলেই ডেপুটি মেয়র ইকবাল আহমেদের (প্রমোদ–কর দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন) কাছে ছুটে এসে কীভাবে সেটা কমানো যায় তার তদ্বির করতে থাকে। পুরপ্রতিনিধিরাও চিঠিতে কন্সিডারেশনের কথা উল্লেখ করে দিচ্ছে। তবুও দেখছি কীভাবে এ বিষয়ে কিছু সুরাহা করা যায় কী না। ভালো প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, এ শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা পুরপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পুরসভায় আবেদন জমা দিলে শহরের 'কমিউনিটি হল' ও পুর মঞ্চগুলি ভাড়ায় ১৫–২০ শতাংশ বা অনেক সময় তারও বেশি ছাড় পাওয়া যায়।

মহানাগরিকের ভাবনা বকেয়া বিপুল প্রমোদ–কর সম্পূর্ণটা যতক্ষণ পর্যন্ত না মেটানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনোদন ব্যবসা চালানোর লাইসেন্স (পার্মিশন) নবিকরণ করা আটকে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, শহর জুড়ে বিনোদেন ব্যবসা চালাচ্ছে বিবিধ প্রতিষ্ঠান যেমন–বহুতল হোটেল, শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিয়েবাড়ি, সাইবার ক্যাফে, সিনেমা হল, কেবল অপারেটর, রেস্তোরাঁ ও বার, নাইট ক্লাব, টিকিট বিক্রি করা খেলাধুলার মাঠ, মাল্টিপ্লেক্স, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, গত ১০ বছর যাবৎ পুর বকেয়া প্রমোদ–করের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে গত অর্থবর্ষের শেষে ৩.৩২ কোটির বেশিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১২ ডিসেম্বর – ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

বাংলায় নারী জাগরণের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে

আদালতের ন্যায্য বিচার মৃত্যুর পর পেলেন পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের প্রতিবাদী নারী সুজেট জর্ডন। ভবানীপুরের সমাধিতে তাঁর মরদেহ কতটুকু শান্তি পেল জানা না গেলেও ভরসা জাগলো আইনি ব্যবস্থার ওপর, ভরসা পেল নারী নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলি। প্রায় দু'বছর আগে মধ্যরাতে পাঁচ দুষ্কৃতী গাড়ির ভিতর অত্যাচার চালিয়েছিল সুজেটের ওপর। সেই সময় প্রশাসনে প্রধান ও জনৈকা সাংসদের উক্তি রাজ্যের রাজনীতিকে তোলপাড় করেছিল। বদলি হতে হয়েছিল তদন্তে নিযুক্ত দময়ন্তী সেনকে। এরপর সমস্ত সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে সুজেট গণমাধ্যমের সামনে হাজির হয়েছিলেন। পথে নেমেছিলেন নারী নির্যাতন বিরোধী পদযাত্রায়। নানা কুৎসা, নানা অপবাদ তাকে ঘিরে সেই সময় তৈরি হয়েছিল। অবশেষে ধৃত ৩ জনকে ১০ বছরের জেল আদালত দিয়েছে। বাকি ২ অপরাধী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সুজেটও অকালে অসুস্থ হয়ে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছে। রেখে গিয়েছে অনেক প্রশ্ন।

সারা দেশ জুড়ে সামাজিক অপরাধের বিশেষ করে নারী ঘটিত অপরাধের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। সমাজতাত্ত্বিকরা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করবেন হঠাৎ এই বাড়বাড়ন্ত কেন? গণমাধ্যম এবং রাজনীতিকদের পাশাপাশি কোনও কোনও বহুজাতিক সংস্থাও জ্ঞানে হোক কিংবা অজ্ঞানে এই ধরনের অপরাধের নেপথ্যে থেকে যাচ্ছে না তো? নারী নির্যাতনের শাস্তি কতটুকু হচ্ছে? প্রভাবশালীদের হাতে মানবতার চূড়ান্ত অপমান ঘটছে পশ্চিমবাংলা সহ ভারতের বহু রাজ্যে। দেশে নানা কমিশন আছে, রয়েছে আইন আদালত। তবু দেশের নারীদের প্রতি অত্যাচার ক্রমবর্ধমান। সামাজিক এই মূল্যবোধহীনতার নেপথ্যে কোন মনস্তত্ত্ব কাজ করছে তা গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান প্রয়োজন। গণমাধ্যমে বিশেষ করে সিনেমায় হিংসাকে গরিমাময় করে তোলা হচ্ছে। নারী নির্যাতনও সেখানে খুব একটা নিন্দনীয় নয় বলেই তুলে আনার প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা চলছে। এই জিনিস ক্রমশ বাড়ছে। বিজ্ঞাপন থেকে সিনেমা, রাজনীতি থেকে গুণ্ডাগর্দি সর্বত্রই চলছে নারীকে পণ্য করে তোলার কুৎসিত ব্যবসায়িক ভাবনা।

ভারত বিশেষ করে বাংলায় নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের যে ঐতিহ্য রয়েছে তা বজায় রাখার দায়িত্ব তথাকথিত প্রগতিশীল নারী ও পুরুষদের ওপর সমানভাবে বর্তায়। প্রশাসনকে আরও কড়া হতে হবে। অশ্লীল পত্রপত্রিকার বাজার বন্ধ করতে হবে। আর রাজনীতির উর্ধে উঠে নারী নির্যাতনকারীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই পথে বাংলা তার ঐতিহ্যকে ফিরে পাবে। সুজেটের ঘটনা সেই পথেরই ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

অমৃত কথা

যতক্ষণ অহঙ্কার–ততক্ষণ অজ্ঞান, অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই।নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়, চাতক পাখীর বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না, খাল জমি চাই, তবে জল জমে, তবে চাষ হয়।

একজন বললে, 'অবাঙ্মনসাগোচরং' তিনি মনের অগোচর, তাঁকে কিভাবে ধারণা করব? শুদ্ধ মনের গাচর, এ বুদ্ধির গোচর নন, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।

তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। নারদ ঋষি যাচ্ছেন, পথে দুই যোগীর সঙ্গে দেখা। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন, 'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছ, তিনি কি কচ্ছেন?' নারদ বললেন, 'দেখে এলাম তিনি ছুঁচের ছেঁদার ভেতর দিয়ে উট, হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন আর বার কচ্ছেন।' একজন বললেন তা আর আশ্চর্য কি, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু অপর জন বললেন তাও কি হতে পারে। তবেতুমি কখনও সেখানে যাওনি।

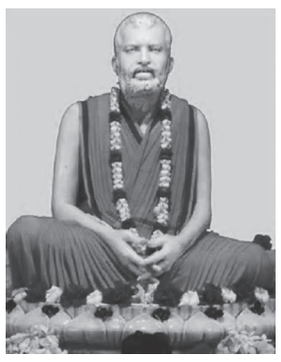

নৌকাস্থিত ব্যক্তি সামনে ভয়ঙ্কর স্রোতকে আসতে দেখে ভয়ে ভীত হয়েকাতরে ভগবানের কাছে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলে চীৎকার করে, কিন্তু যখন স্রোত এসে তার পায়ের তলা দিয়ে চলে যায়, তখন সেও 'যা শালা' বলে নিশ্চিন্ত হয়। বদ্ধ জীবেরও ওই দশা। যখন বিপদে পড়ে, তখন কাতরে কতই প্রার্থনাকরে, কিন্তু বিপদ চলে গেলে সব ভুলে যায়।

জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করত না। তখন তাঁদের খুব তেজস্বী ভাব ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা যায়নি, বলেছিলেন, 'রাজাকো আনে বোলো।' তারপর রাজা ও অন্যান্য সকলে তাঁদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর কাউকে ডাকতে হত না। তাঁরা স্বয়ংই রাজার কাছে গিয়ে বলতেন 'মহারাজ আশীর্বাদ করতে এসেছি এই নির্ম্মাল্য এনেছি ধারণ করুন।' কাজেই তাঁদের ওই করতে হত কেন না আজ তাঁদের ঘর তুলতে হবে, কাল তাঁদের পুত্রের অন্নপ্রশন, পরশু তাঁদের হাতে খড়ি ইত্যাদি নানা কারণে পয়সার দরকার।

যাঁদের চৈতন্য হয়েছে, 'ঈশ্বরই বস্তু–আর সব অবস্তু, অনিত্য বলে বোধ হয়েছে' তাঁদের ভাব আর এক রকম। তাঁরা জানেন, যে ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। ঈশ্বরের ওপর তাদের এত ভালোবাসা যে, যে কাজ তারা করে তাই স?ৎকাজ। তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, কেননা তারা জানে এ কাজের কর্তা আমি নই,আমিতাঁরদাস, আমিযন্ত্র তিনি যন্ত্রী,যেমনকরান তেমনি করি,যেমন বলান তেমনি বলি,যেমন চালান–তেমনি চলি।

ফেসবুক বার্তা

দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত জওয়ানদের জন্যেও লাইক করার জন্য এবার আবেদন এল ফেসবুকের অলিন্দে।

ক্যান্সারের গবেষণায় অক্লান্ত বিজ্ঞানসাধক

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যান্সার শুদ্ধ বাংলায় কর্কট রোগ। এই রোগের কামড় খেলে সিংহভাগ রোগী মারা যায়। কিন্তু সে দিন আর বেশি দেরি নেই যেদিন ক্যান্সার রোগের নিরাময় সম্ভবপর হবে। সম্প্রতি ক্যান্সার রোগ নির্ণায়ক ও প্রতিষেধক নিয়ে বিশিষ্ট গবেষক তথা বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে মিত্রা বায়োটেক নামক সংস্থার অন্যতম অধিকর্তা ডঃ বিশ্বনাথ মজুমদার কলকাতা সফরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ক্যান্সার রোগ থেকে নিরাময় এবং সতর্কতা সম্পর্ক মূল্যবান পরামর্শ। ডঃ মজুমদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্তনের ক্যান্সার নিয়ে পিএইচডি সম্পূর্ণ করে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোষ্ট ডক্টরেট, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানে দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করেছেন।

ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে প্রথম জানা যায় ৩ হাজার বছর আগে এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের গবেষণায় জানা যায় এই রোগ হলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সেই সময় আর বর্তমান এক নয়। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে এমন এক প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছে যা ক্যান্সার রোগের মারণ প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে পারে। কেমোথেরাপির বাইরেও এমন কিছু ওষুধ রয়েছে যা ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে সব ক্যান্সার ভালো হবার নয়। দুজন ক্যান্সার রোগীর মধ্যে একজন ভালো হতে পারে।

এশিয়ার চিন–ভারত সহ ১৫টি দেশে সারা বিশ্বের ৪৮ শতাংশ মানুষ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। স্তনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়লে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ফলে সঠিক চিকিৎসায় রোগী দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা যেমন বেশি তেমনই পশ্চিমের দেশগুলোতে কোলন ক্যান্সারের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। স্তনের ক্যান্সারে হারসেপ্টিন নামক ওষুধ ২০ শতাংশ ফলদায়ক।

রেড মিট বা খাসির মাংস, ফাস্ট ফুড অতিরিক্ত মদ্যপান ধূমপান করলেই যে ক্যান্সার হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। অতিরিক্ত পরিমাণে ফল খেলেও ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। মানব দেহে ২৫০ রকমের ক্যান্সার রোগ দেখা দিতে পারে। ক্যান্সার চিকিৎসার সময় উপযুক্ত পরীক্ষার দ্বারা নির্দিষ্ট ভাবে রোগ নির্ণয় করার পর তবেই ওষুধের ব্যবহার করা দরকার। রোগীকে যন্ত্রণার উপশমের নামে যথেষ্ট ভাবে ওষুধ দেওয়া হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো রোগীর রোগকে চিহ্নিত করতে পারলে তবে নির্দিষ্ট ওষুধ কাজে দেবে।

ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে টিউমারের বৈশিষ্টকে আবিষ্কার করতে টিউমারের বৈশিষ্ট যদি ধরা পড়েল তা হলে বোঝা যাবে কোন ধরনের ক্যান্সার রোগ হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মলিকিউলার প্রোফাইল জিন স্তরের কাঠামো বিশ্লেষণ করার মধ্যে চিহ্নিত করা যায়।

ফুসফুসে ক্যান্সারের ওষুধ পিডিআই, পিডিএল–১ এই দুটো বাজারে খুবই দুর্মূল্য। এই ওষুধের কাজ হল অণুর কাজকে বাধা দিয়ে শরীরে ক্যান্সার প্রতিরোধী ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে তোলা। পেটেন্টের প্রথম–দ্বিতীয়–তৃতীয় লাইন ফেল করার ফলে এই ওষুধটি আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু ওষুধটি পরীক্ষামূলক। সম্পূর্ণ ভাবে এই ওষুধের দ্বারা ক্যান্সার নিরাময় হবে কিনা তা সার্বিকভাবে বলা যায় না।

ক্যান্সারের মূল কারণ টিউমার। টিউমার একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক কোষ ব্যবস্থা। যার সাহায্যে অণুর পরিবেশ পরিবর্তনশীলতাকে সবসময় বোঝা যায়। ফুসফুসে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে টিউমার বৈচিত্র্যতা ধরা পড়ে। ধূমপান থেকে ৫০ শতাংশ ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কার্বন মনোঅক্সাইড নাইট্রোজেনের মতো বাতাসে মিশ্রিত গ্যাস মানব শরীরকে ক্যান্সারে আক্রান্ত করতে পারে।

ক্যান্সার রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে ৫০ জনের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ৩০ জন রোগীর ক্যান্সারের ওষুধ কাজে দেয়নি। বাকি ২০ জনকে সঠিকভাবে ড্রাগ দেওয়ার ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। যে জায়গায় ক্যান্সার হয়েছে সে জায়গা থেকে দেহের অন্যান্য অংশে ক্যান্সার যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার। মিত্রা বায়োটেকের বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাটাই চালিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ বিন্যাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে টিউমারের বাস্তুতন্ত্র (eco system)কে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুই ধরনের অবস্থানগত পর্যবেক্ষণ করাটা বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের প্রাথমিক দায়বদ্ধতা।

ভারতের মতো দেশে যেখানে সাধারণ মানুষের আয় ২১৩ মার্কিন ডলার সেদেশে প্রতি বছর ক্যান্সার রোগীর জন্য ১৫ হাজার ডলার খরচ করে কেমোথেরাপি করাটা খুবই চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়ায়। এই কেমোর ফলে ক্যান্সার যে নিরাময় হবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। ধনী ব্যক্তিরা ক্যান্সার রোগের যে নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, যার দাম ২০ হাজার মার্কিন ডলার তারাই এই ওষুধ কিনতে পারে। ভারতে এখনো এই ওষুধ আসেনি। সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে এই ওষুধ ক্রয় করা সম্ভবপর নয়। এই ওষুধের দ্বারা যে ক্যান্সার প্রতিরোধ হবে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এই কারণে মিত্র বায়োটেকের বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের বিভিন্ন ড্রাগের সংমিশ্রণে এমন একটি ওষুধ তৈরি করতে চলেছে যা ভারতের মতো দেশে মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে ৬০ ডলারের মধ্যে এই ওষুধের দাম থাকবে। টিউমারের বৈচিত্রতাকে পর্যবেক্ষণ করে ক্যান্সার রোগীর ক্ষেত্রে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ সম্ভবনার স্বার্থে ক্যানস্ক্রিপ্ট প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানব দেহে মস্তিষ্ক এবং গলায় ক্যান্সারের প্রবণতা বেশি থাকে। এই ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। $PI_3K/AKT/mToR$ নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে থাকার ফলে এই ধরণের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। মিত্রা বায়োটেক বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে বায়োমার্কার প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা mToR মস্তিষ্কে যে জায়গার কোষকে আক্রমণ করছে, তা চিহ্নিত করণের দ্বারা রোগীর রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। তবে এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সবক্ষেত্রেই রোগ নির্ণয় এই বায়োমার্কার প্রযুক্তির দ্বারা সম্ভবপর হবে তা কিন্তু নয়। ২২ জন গলায় এবং মস্তিষ্কে আক্রান্ত রোগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে টিউমার তন্তুর ওপর র‍্যাপামহিমিন নামক ওষুধ প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ড্রাগের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ক্যান্সার প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বেঙ্গালুরু –চেন্নাই–মুম্বইতে যেভাবে সম্ভব কলকাতায় সম্ভব নয়। কর্ণাটক সরকার বেঙ্গালুরুকে Knowledge city হিসাবে গড়ে তুলেছে। কলকাতায় এই ধরনের গবেষণার পরিকাঠামো গড়ে না উঠলে আমার জন্ম ও শিক্ষাধাত্রী শহরে গবেষণা কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।

ক্যান্সার রোগের প্রতিরোধে কোষের ভূমিকা

(১) গবেষণা

কেমোথেরাপির প্রতিরোধে ট্রান্সস্ক্রিপ্ট প্রযুক্তির উদ্ভাবন। এই পদ্ধতি কেমোথেরাপির প্রতিরোধী।

(২) পদ্ধতি

সাধারণ ড্রাগ যা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে কেমোড্রাগ ব্যবহার উপেক্ষা করা।

(৩) সাহায্যকারী প্রতিরোধ

কসিন জাতীয় ড্রাগ ব্যবহার করে কিছু ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করা যায়। সার্বিক সময় সার্বিক পরিস্থিতিতে ওষুধ ব্যবহার করলে ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না।

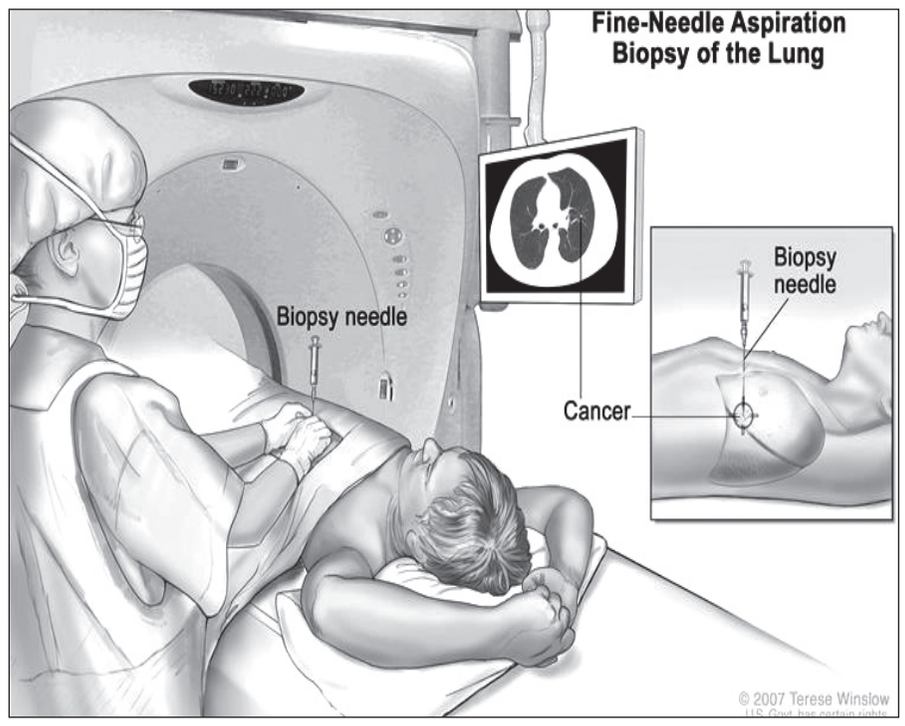

চুরি করলে দলের দায় নেই, কিন্তু কোন দায়ে 'দল' চোরেদের হয়ে মিছিল করে

নির্মল গোস্বামী

এতদিন পরে তিনি যথার্থই বলেছেন যে, কেউ যদি চুরি করে তবে সে নিজে চোর। গোটা দলটা তো চোর হতে পারে না। সত্যিই দল তো আর মানুষের মনের মধ্যে ঢুকতে পারে না। তাই কেউ চুরি করলে সে চোর, দল কেন চোর হতে যাবে? হাওড়ার জনসভায় এই সার সত্য বার্তা দলনেত্রীর মুখ থেকে শুনে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে অসংখ্য তৃণমূল সমর্থক। হাততালিতে মুখরিত হয়েছে জনসভা প্রাঙ্গন। অসংখ্য কর্মী সমর্থক বুকে বল পেয়েছে এই ভেবে যে লোকে বলে তৃণমূল দলটাই চোর। চোরের উপর বাটপারি করে সারদার টাকায় এতোদিন চলছে দলটা। সমালোচকদের মুখের উপর জবাব দেবার মতো এতোদিন কোনও সুযুক্তি ছিল না। তাই সেই বিমর্ষ কর্মীরা এবার বুকে বল পেল। বিরোধীদের পালটা দেওয়ার মতো যুক্তি খুঁজে পেল। এই না হলে নেত্রী। কখন কোন কথাটা কোন সময়ে বলতে হয় তা অন্য রাজনীতিকরা দিদির কাছে শিখতে পারেন। (অবশ্য যদি লজ্জা, শরম, ভয় এই তিন শত্রুকে মন থেকে একেবারে মুছে দিতে পারেন।)

আমরা যারা নিন্দুক বলে খ্যাত দিদির যুক্তিকে শিরোধার্য করে বলি যে দিদির কথায় যুক্তি আছে। একটা রাজনৈতিক দলে কত সুযোগ সন্ধানী মানুষের ভিড়। তাদের মধ্যে থেকে কে আর ঠগ বেচে রাজনীতি করছেন। যদি করেন তাহলে আর খুন, ধর্ষণ, জালিয়াতি অপহরণ কেসের দাগীরা ভারতের পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে চেয়ার আলোকিত করতে পারত না। এ যেন হিন্দু ধর্মের সহনশীলতার প্রতিরূপ। যে আসে তাকেই কোল দেয় আপন করে নেয়। আমাদের লোকসভাও তাই। এখানে ঝানু রাজনীতিবিদরা গা ঘেঁষে বসে থাকে। বিভিন্ন কেসের দাগীরা। কারণটা বড় ছাঁকনির অভাব। এই যে বিগত ১০ বছর কংগ্রেসের জমানায় পাতাল–স্থল–অন্তরীক্ষ সর্বত্র কেলেঙ্কারির ফোয়ারা উঠল, লক্ষ হাজার কোটি টাকার খেসারতে সরকারের নাম হল। তারজন্য ওই দলের নেতা মন্ত্রীরাই তো দায়ী। কিন্তু কেউ কি বলছে কংগ্রেস দুর্নীতিবাজদের দল। নেতারা যারা দুর্নীতি করেছে তারা জেল খেটেছে। এখনও বিচার চলছে সাজা পাবে। তা বলে কি কংগ্রেস দলটা উঠে যাবে। না আর নির্বাচনে জিতবে না। এই তো চোখের সামনে দেখছি পশু খাদ্যের টাকা চুরি করে লালু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। (বর্তমানে জামিনে আছেন) কিন্তু তার দল তো বিহারে সব থেকে বেশি আসন পেল। আরজেডির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সর্বোচ্চ নেতা চোর হিসেবে অভিযুক্ত তবুও মানুষ দলকে চোর ভাবেনি, তাই দলকে ভোট দিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি রাজা, কানিমাজি এরা চোর কিন্তু এদের দলকে কেউ বলে না যে চোরেদের দল। তাহলে শুধু তৃণমূলের বেলায় কেন এই প্রশ্ন উঠবে যে চোরেদের দল?

দিদি যদি সারদা প্রসঙ্গে এই কথা বলে থাকেন তাহলে বলতে হবে যে একা মদন মিত্র জেল খাটছেন, তাই বলে গোটা দলটা কেন চোর হবে। অভিমান হওয়াটা দিদির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেউলিয়া এই রাজ্যটার জন্য যিনি প্রাণপাত করছেন। সাইকেল থেকে হাঁসমুরগী ছাগল চাষের টাকাও নিজে হাতে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চষে বেড়াচ্ছেন। শুধু দিদি নন, মন্ত্রী অফিসার সহ। শিল্পে বা সরকারি চাকরিতে যেমন বেকারদের স্থান দিতে পারেনি তার বিকল্প ব্যবস্থা তো প্রচুর করেছেন দিদি। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলি করছেন। গায়ক শিল্পীদের সম্মান পত্র চাদর ও পেনশন বিলি করছেন। গ্রামের লোক শিল্পীদের জন্য ১০০০ টাকা করে ভাতার ব্যবস্থা করেছেন ছৌ, কীর্তন, যাত্রা সব ধরনের শিল্পীদের ভাতা দিচ্ছেন। মহরম কমিটি টাকা পেয়েছে। সর্বোপরি বাংলার ৫ কোটি মানুষকে খাদ্যে ভর্তুকি দিয়ে ২ টাকা কিলো চাল দেবার ব্যবস্থা করছেন। ঢাক বাদক, ঢোল বাদক, তরজা গাইয়ে, কবিয়াল, ছৌ শিল্পী, ভাদু, টুসু গায়ক, সাঁওতালি শিল্পী, আদিবাসী নৃত্য শিল্পী কে নেই সরকারি অনুদান প্রাপকের তালিকায়। আবার শোনা যাচ্ছে বৈষ্ণবদের, যারা হরিনাম গায় তাদের ভাতার জন্য বিডিও অফিসে ফর্ম এসে গিয়েছে। কয়েক মাস আগে কৃষকদের ক্ষতিপূরণের নামে দেদার টাকা বিলি হল। যার জমি নেই সেও পেয়েছে, আবার ৩০ বৎসর আগে জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে কিন্তু পুরানো পরচাটা ছিল সেটা দেখিয়েই পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে এমন নজিরও আছে। উপরন্তু জায়গা জমির প্রমোটিং করে যে বেশি জমি কিনে রেখেছে সেই জমি দেখিয়ে ৫০–৬০ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছে এমন নজিরও বিরল নয়।

যাই হোক অর্থনীতির নিরিখে এগুলি কি উন্নয়ন নয়। জনগণের টাকা যেভাবেই হোক জনগণের হাতে যাচ্ছে এটাও তো সচল অর্থনীতির উদাহরণ হতে পারে।

এতো কিছু করেও প্রতিনিয়ত দিদিকে কেন সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হচ্ছে তার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। প্রথম কথা হল সব দলে চোর আছে তা সকলেই জানে। কিন্তু দলের চোরেদের সমর্থনে কোনও দল মিছিল করেছে বলে শোনা যায়নি। ইন্দিরা গান্ধিকে জনতা দল জেলে দিয়েছিল ভোট চুরির অপরাধে তাই বলে কংগ্রেস কিন্তু মিছিল করে নি। কয়লা কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নাম জড়িত। সেই তদন্ত কিন্তু সিবিআই করছে। সিবিআই তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে নি কংগ্রেস দল বা সরকার। অন্য রাজ্যের সারদা বা অন্য চিটফান্ডের তদন্তে কংগ্রেস বিজেপি নেতা মন্ত্রীরা জড়িয়ে পড়েছে। সেই রাজ্য সরকার সিবিআই তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য ১১ কোটি টাকা খরচ করেনি রাজ্যের কোষাগার থেকে।

কিন্তু আমাদের দিদি সেই কাজ করেছেন অবলীলায়। ব্যক্তি চোর যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য দিদির এতো দরদ কেন? দলের নেতা মন্ত্রীরা সিবিআই দপ্তরে কেন চোরেদের জন্য ধর্নায় বসল? আর একটা কথা মানুষ জানে সে নিজে চোর কি না? কিন্তু দলের অপরদের সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তাই দিদি নিজেকে দেখিয়ে অবশ্যই বলতে পারতেন আমি কি চোর! কিন্তু মদন, মুকুল, কুণাল, টুম্পাইয়ের হয়ে আগ বাড়িয়ে কেন বলতে গেলেন? যাদের হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন তারা সকলেই পরবর্তীকালে সিবিআইয়ের জালে আটকা পড়ল। এটা কি নিছক কাকতালীয়? যে চুরি করবে সে চোর দল তার দায় নেবে না। এটা তো সকলের মনের কথা। সত্যিই তো মদন মিত্রের জন্য আপনি কেন কলঙ্কিত হবেন। মদন মিত্রকে আপনি তৈরি করেছেন না মদন মিত্র আপনাকে তৈরি করেছেন। তাই মদন মিত্রের ভার আপনি কেন বইবেন?

কিন্তু দীর্ঘ ১১ মাস আপনি কোন যুক্তিতে মদন মিত্রকে বয়ে বেড়ালেন? কেন সংসদীয় গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করলেন? একজন মন্ত্রী জেল খাটছে আর আপনি তাকে কিচেন ক্যাবিনেটের সদস্য করে রেখে দিয়েছেন কোন যুক্তিতে?

হাওড়ার জনসভায় যে কথা মনে উদয় হল সেই যুক্তিটা ১১ মাস আগে কেন মাথায় এলো না। চোরেরা দল থেকে যত দূরে থাকাবে ততই তো দলের ভাবমূর্তি ভালো হবে। সব দলই চেষ্টা করে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্নদের প্রার্থী করতে। কিন্তু আপনি তার উল্টোটাই করেছেন। সকলেই জানে প্রার্থী ঠিক করার ক্ষেত্রে শেষ কথা আপনিই বলেন। তাই এই প্রশ্নটা যদি কেউ করে যে দিদি আপনার সাংসদের বড় অংশ সারদার সঙ্গে যুক্ত ছিল কোন অজুহাতে। কুণাল, শতাব্দী, তাপস, টুম্পাই, অর্পিতা এমনকি সবশেষ মিঠুন পর্যন্ত সারদার টাকায় লালিত হয়েছেন।

এছাড়াও অন্যান্য অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারি নেতা মন্ত্রীরা জড়িত কেন? একটা পার্টির এতো পদাধিকারীরা একটা চিটফান্ড কোম্পানির সঙ্গে জড়ালো কি করে? যেখানে একজনকে একমিনিট দেখেই আপনি বলে দিতে পারেন 'মাওবাদী', যেখানে আপনার তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে এতো সারদার পোষ্যরা সংগঠনে স্থান পেল কি করে বা টিকিট পেল কি করে? নিন্দুকেরা বলছে যে প্রয়োজনে চোরেদের দ্বারা কাজ হাসিল করে এখন নির্বাচনের সময় ভাবমূর্তির ঠিক রাখতে চোরেদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। সত্যি কি তাই!

বাবার হাতে ছেলে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার সন্ধ্যায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাবা ছেলেকে খুন করল। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ছেলের নাম সাহেব সমাদ্দার (৪)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার কার্গিল পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী কলোনির কার্গিল পাড়া গ্রামের বাসিন্দা তপন সমাদ্দার। স্ত্রী সবিতা সমাদ্দার, মেয়ে রত্না সমাদ্দার, ছেলে সাহেব সমাদ্দারকে নিয়ে তপনের সংসার। তপনের স্ত্রী সবিতা সমাদ্দার কলকাতায় বাবুর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে কোনও মতে সংসার চালায়। বড় মেয়ে রত্না একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ৪ বছরের সাহেব আইসিডিএস সেন্টারে যায়। তপন ও সবিতার মধ্যে সাংসারিক অশান্তি চলছিল কয়েক মাস ধরে। এদিন সন্ধ্যায় তপনের বাড়িতে শুধুমাত্র তার ছেলে ছিল। সবিতাদেবী প্রতিদিনের মতন কাজে গিয়েছিলেন। এইসময় তপন ধারালো অস্ত্র দিয়ে সাহেবকে গলায়, পেটে এবং শরীরে আঘাত করে। রক্তাক্ত সাহেবকে কাঁথায় জড়িয়ে ক্যানিং মাতলা নদীতে ফেলে দিতে গেলে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষের দেখে সন্দেহ হয়। তারা তপনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি থানায় জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশবাহিনী। তপনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাহেবকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবা তার ৪ বছরের ছেলেকে খুন করেছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত তপন সমাদ্দারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দেহটি ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের শ্যামল মণ্ডল বলেন, বাবার হাতে ছেলে খুন এমন ধরনের ঘটনা মর্মান্তিক দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। পুলিশ–প্রশাসনকে বলা হয়েছে যথা আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার দুপুরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে ২ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হয় দুষ্কৃতীদের আগ্রাসনে। আক্রান্ত সাংবাদিকের নাম প্রসেনজিৎ সাহা, কল্যাণ মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী থানার পানীখালি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পানীখালি এলাকায় ধানকাটাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল বাঁধে। সেই খবর তুলতে গিয়ে ২ জন সাংবাদিক দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়। দুষ্কৃতীরা ২ জন সাংবাদিককে বেধড়ক মারধর করে এবং বাঁশ দিয়ে পেটায়। স্থানীয় বেশকিছু মানুষজন দেখতে পেয়ে সাংবাদিকদের উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বর্তমানে তারা ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তপন নস্কর, কার্তিক মণ্ডল, গৌরাঙ্গ মণ্ডল, মোজ্জাম সরদার–কে গ্রেফতার করে। গোসাবা কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন এমন ধরনের ঘটনা তীব্র নিন্দনীয়। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানান ধান কাটাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল বাঁধলে ২ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়, খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে। এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি রাখল না পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : কাকদ্বীপের নিহত ছাত্রীর পরিবারকে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারল না পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ২০ দিন পার হলেও পুলিশ মামলার চার্জশিট আদালতে পেশ করতে পারেনি বলে অভিযোগ তুলেছেন খোদ নির্যাতিতার পরিবার। শুধু পুলিশ নয়। গত ২৮ নভেম্বর কাকদ্বীপের চৌরাস্তার মোড়ে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে শাসকদলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাও পুলিশের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'নিহত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগে প্রথমে ধর্ষণের উল্লেখ না থাকায় পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে। পরে পরিবারের অভিযোগে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার ২০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করবে পুলিশ।' ফলে নিজের কথাও রাখতে পারলেন না খোদ মন্ত্রীও। কিন্তু এদিন চার্জশিট পেশ না হওয়ায় কার্যত হতাশ নিহত ছাত্রীর পরিবার ও আন্দোলনকারীরা। এদিন ক্ষোভের সঙ্গে নির্যাতিতার বাবা জানান, 'তৃণমূল ও পুলিশ যোগসাজশ করে প্রথম থেকেই ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু না পেরে আন্দোলন রুখতে পুলিশ একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল কুড়ি দিনের মধ্যে বাকি অপরাধীদের গ্রেফতার করে আদালতে চার্জশিট পেশ করবে পুলিশ। কিন্তু পারল না। আন্দোলনের চাপে পড়ে তখন দুজনকে গ্রেফতার করলেও বাকিদের এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করছে না পুলিশ। আগে থেকেই জানতাম পুলিশ ও মন্ত্রী যোগসাজশ করে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আমরা চাই বাকি অপরাধীদের গ্রেফতার করে দ্রুত পুলিশ চার্জশিট পেশ করে ফাঁসির ব্যবস্থা করুক।' অন্যদিকে দ্রুত চার্জশিট পেশ করার দাবিতে নতুন করে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নিহত ছাত্রীর নামাঙ্কিত স্মৃতি রক্ষা মঞ্চ। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিটের এক তদন্তকারী অফিসার জানান, 'তদন্ত দ্রুত এগোচ্ছে। তাই নিশ্ছিদ্র চার্জশিট পেশ করতে আরও কিছুদিন সময় লাগতে পারে।' এদিন বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে ধর্মতলায় শহিদ মিনারের পাদদেশে 'আক্রান্ত আমরা'র ডাকে অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের নিহত ছাত্রীর বাবা–মা ও বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী। গত ২০ নভেম্বর রাতে ছাত্রীর বিবস্ত্র দেহ উদ্ধারের পর খুনের মামলা রুজু করলেও ধর্ষণের মামলা রুজু করেনি পুলিশ। ধর্ষণের মামলা রুজুর দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে কাকদ্বীপ। টানা তিন দিন ছাত্রীর দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভে সামিল হয় পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা। এর পরই পুলিশ নিহত ছাত্রীর পরিবার ও আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে গণধর্ষণের মামলা রুজু করে। গঠিত হয় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি সিট। সিটের পক্ষ থেকে ২০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করা হবে বলে নিহত ছাত্রীর পরিবার ও আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেওয়া হয়। স্মৃতি রক্ষা মঞ্চের আহ্বায়ক দিব্যেন্দু জানার অভিযোগ, 'আমরা পুলিশের ওপর ভরসা করেছিলাম। কিন্তু পুলিশ শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারল না। তাই আন্দোলনকারীদের আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। দ্রুত চার্জশিট পেশ না হলে মঞ্চের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' আগামী শনিবার কাকদ্বীপসহ রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বেলা ২টো নাগাদ কাকদ্বীপ চৌরাস্তার মোড় থেকে কামদুনি পর্যন্ত একটি সাইকেল মিছিল করবে বামপন্থী ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের কর্মীরা। মিছিলের সূচনা করবেন নিহত ছাত্রীর মা।

বেহালায় পেট ক্লিনিক

ভালোবাসার প্রাণীদের জন্য ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না বেহালায়। সম্প্রতি ম্যান্টন মোড়ে ইউবিআই ব্যাঙ্কের পাশেই পশুচিকিৎসক ডাঃ সাজি গুহ পেট ক্লিনিক ও মাল্টি স্পেশালিটি বাতানুকুল অপারেশন থিয়েটার সহ নার্সিংহোমের উদ্বোধন হল। পোষ্যদের ভ্যাকসিন দেওয়া এবং চিকিৎসার জন্য ২৪ ঘন্টা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকছে। ডাঃ গুহ ছাড়া ডাঃ শক্তি বিশ্বাস এই পশুচিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকছেন ন্যূনতম অর্থের বিনিময়ে।

বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্তি ১৬৩ ভারতীয় ধীবরের, খুশির উল্লাস এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ২ মাস বাংলাদেশের জেলে আটক ১৬৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্ত করে দিল বাংলাদেশ সরকার। পাশাপাশি ফেরত আসবে আটক ১৪টি মৎস্যজীবী ট্রলার। বাংলাদেশে গ্রেফতারির খবর শুনে আটক ট্রলারের মধ্যে আত্মঘাতী এক মৎস্যজীবীর দেহও ফেরত আসবে এ দেশে। আইনানুগ প্রক্রিয়া মিটলেই এ রাজ্যে ফিরবেন মৎস্যজীবীরা। এদিন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নেতাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। আপাতত প্রত্যেক মৎস্যজীবী বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলে বন্দি।

মুক্ত মৎস্যজীবীরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, নামখানা, কুলতলি ও নদিয়ার বাসিন্দা। এদিন কাকদ্বীপে সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের এক ক্ষতিপূরণ অনুষ্ঠানে এই সুখবরটি শোনান। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কাকদ্বীপ ও নামখানা থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল ট্রলারগুলো। বাংলাদেশ জল সীমানায় ঢুকে পড়ায় ২৯ সেপ্টেম্বর ৬টি ট্রলারসহ ৬৫ মৎস্যজীবীকে আটক করে বিবিজি। আবার ৩১ সেপ্টেম্বর একই অভিযোগে ৮টি ট্রলারসহ ৯৯ জন মৎস্যজীবীকে আটক করে বিবিজি। পরে দু'দফায় আটক ১৩টি ট্রলারসহ ১৬৩ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে মঙ্গলা থানা। ৩১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ পুলিশের হাতে গ্রেফতারের খবর শুনে ট্রলারের মধ্যে আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন মৎস্যজীবী সঞ্জয় সামন্ত(৩৫)। সঞ্জয় কাকদ্বীপের প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। তার দেহ কফিনবন্দি অবস্থায় এ দেশে ফিরবে। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ জেলে বন্দি মৎস্যজীবীদের ছাড়াতে বাংলাদেশ যান কাকদ্বীপের একাধিক মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নেতারা। এদের মধ্যে কাকদ্বীপের সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্রও ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সতীনাথ বলেন, 'আমরা এক সপ্তাহ বাংলাদেশে থেকে জেলে বন্দি মৎস্যজীবীদের ছাড়াতে নানাভাবে উদ্যোগ নিই। এদিন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে মেল করে মৎস্যজীবীদের মুক্ত করার খবর দেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তে আমরা এবং মৎস্যজীবীদের পরিবাররা খুব খুশি।' এই খবর শুনে আটক মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। এখন প্রিয়জনদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন অক্ষয়নগর, কালীনগর, কুলতলি, হরিপুরের মৎস্যজীবী পরিবারের লোকজন। এদিন জেল বন্দি মৎস্যজীবী সুবর্ণ দাস, সুধীর দাসের পরিবারের সদস্যরা খবর শোনার পর আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অন্যদিকে এদিন কাকদ্বীপের কালীনগর মৎস্যবন্দরে গত বছরে সামুদ্রিক ঝড়ে মৃত ও নিখোঁজ ৯ মৎস্যজীবী পরিবারের হাতে বীমার ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস।

ফ্রেজারগঞ্জ জুড়ে সড়কপথ

অমিত মন্ডল, ফ্রেজারগঞ্জ : শুক্রবার বিকাল ৪টা নাগাদ ফ্রেজারগঞ্জের বকখালির ক্লাবঘরে তিনটি বিটুমিনিয়াস ও দুটি ইটপাতা রাস্তার উদ্বোধন করেন গঙ্গাসাগর ও বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। বিটুমিনিয়াস ও ইটপাতা রাস্তা মোট পাঁচটি রাস্তার উদ্বোধন করেন বঙ্কিমবাবু। ফ্রেজারগঞ্জ ফিশিং হারবার এবং বকখালি এর বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নতি করতে এই রাস্তাগুলির উদ্বোধন করেন তিনি। যার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানান বঙ্কিমবাবু। এই রাস্তাগুলি তৈরি করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় আট কোটি টাকা। সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ বঙ্কিমবাবু নারকেল

ফাটিয়ে নিয়ে পুজো দিয়ে উদ্বোধন করেন রাস্তাগুলি। উদ্বোধন শেষে গ্রামবাসীদের মিষ্টিমুখ করান তিনি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা সহ নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি জেলাপরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরমেশ্বর মণ্ডল ও স্থানীয় সমাজসেবী শ্রীদাম মণ্ডল, প্রসেনজিৎ জানা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বঙ্কিমবাবু এদিন শুধু রাস্তা উদ্বোধন নয়, সকাল ১০টা নাগাদ নামখানা রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের রাখার জন্য একটি সাইকেল রাখার কটেজ ও জেলাপরিষদের তহবিল থেকে খরচ হওয়া তিন লক্ষ টাকার একটি বিদ্যাতায়ন উদ্বোধন করেন। সেখান থেকে চলে যান ফ্রেজারগঞ্জের নারায়নীতলা ধনেশ্বরী হাইস্কুলে। যেখানে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ার জন্য একটি মিড–ডে মিল রুম উদ্বোধন করেন।

কর্মী সম্মেলনে তৃণমূলের ডাক : অসামাজিক কাজ নয়, মানুষের পাশে থাকতে হবে

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত শনিবার ক্যানিং–১ ব্লকের গোলকুন্ডি ময়দানে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, গোসাবা কেন্দ্রে বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন ২০১৬ সালের ২৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলার সমস্ত ব্লক স্তরে কর্মী সম্মেলন শেষ করতে হবে।

চলতি মাসে ২৮ ডিসেম্বর এই জেলার মন্দিরবাজারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। যারা বলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ঠিকমতন সরকার চালাতে পারবে না। তাদেরই একটা বিরাট অংশ আজ স্বীকার করে নিচ্ছেন রাজ্যে চলছে উন্নয়নের জোয়ার। ৩৪ বছরে বিগত বাম সরকার যা করতে পারেনি, তা সাড়ে চার বছরে উন্নয়ন করে দেখিয়ে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যতই দিন এগিয়েছে বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তা ততই বেড়েছে।

একটির পর একটি ভোটের ফলই তা দেখিয়ে দিচ্ছে। তবু আমাদের আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই। মানুষের জন্য কাজ করে যেতে হবে। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করেছেন সুন্দরবন আলাদা জেলা হবে। আগামী ১ বছরের মধ্যে সুন্দরবন জেলা কার্যকর করবে। মুখমন্ত্রী যাকে প্রার্থী ঘোষণা করবেন তাদের হয়ে নেত্রীর আদর্শকে সামনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই জেলার ৩১টি বিধানসভা আসনে ৩১টিতে জয়ী হবে তৃণমূল। এই জেলায় কোনও গোষ্ঠী বলে কিছু নেই। এই জেলা পথ দেখাবে সারা বাংলা জুড়ে। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুব্রত বক্সী বলেন ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক বিরোধী দল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন অসামাজিক কাজ সংগঠিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিনিয়ত মানুষের সঙ্গে থাকুন। যুব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এর কোনও প্রচার হয় না। দলের সৈনিক যারা আছে তাদের উন্নয়নের বার্তা মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। মমতা ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। বিরোধীরা আরও বেশি করে বিরোধিতা করুক। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ এ ২৯৪ হবে।

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন আমরা বিশ্বাস করি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকেই যদি করে থাকেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের কখনও অধীর কখনও সীতারাম ইয়েচুরি ও রাজ্যে একজন মমতা ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন। এছাড়া অন্যান্য নেতা মন্ত্রীরাও বক্তব্য রাখেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং–৮৫৯৩/জেড.পি/ফেরী/নিলাম/১৫ তারিখ : ০২/১২/২০১৫
এবং ৮৬৫৩/জেড.পি./নিলাম/আর.ভি–৫/৮১/২০১৫ তারিখ : ০৭/১২/২০১৫

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রাণাধীন ৫০টি ফেরীঘাট ০১/০৪/২০১৬ থেকে ৩১/৩/২০১৭ এবং ৩২টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০১৬ থেকে ৩১/০৩/২০১৯ বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য বিভিন্ন তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/পুষ্করিণীর বিবরণ, নিলামের তারিখ ও নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথা জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.zps24pgs.gov.in এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

১৪৪৫/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/১০.১২.১৫

রাষ্ট্রপতির কাছে আক্রান্ত আমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপের নিহত ছাত্রীর পরিবারকে নিয়ে বিচার চাইতে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও মহিলা কমিশনে যাবেন আক্রান্ত আমরা সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি নিহত ছাত্রীর স্মরণে রক্তদান শিবির করে আগামী দিনের আন্দোলনের দিশা ঠিক করল নিহত ছাত্রীর নামাঙ্কিত স্মৃতি রক্ষা মঞ্চ। রবিবার স্থানীয় অক্ষয়নগর স্কুলে আয়োজন করা হয়েছিল রক্তদান শিবির ও স্মরণসভা। সভায় হাজির ছিলেন আক্রান্ত আমরার আহ্বায়ক অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, চিত্র পরিচালক অরুণাভ গাঙ্গুলি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা মথুরাপুরের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ বাসুদেব বর্মন।

এদিনের শিবিরে রক্তদান করেন অম্বিকেশ, অরুণাভ ও বারুইপুরের প্রতিবাদী যুবক সইদুল লস্কর। এদিনের রক্তদান শিবির ও স্মরণসভায় সারাক্ষণ হাজির ছিলেন নিহত ছাত্রীর বাবা–মা ও মামা। মেঘলা আবহাওয়া ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ধর্ষণ করে খুনের নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ হিসাবে রক্তদান শিবিরকে বেছে নিয়েছিলেন এলাকার শত শত পুরুষ, মহিলা ও ছাত্রছাত্রীরা। রক্ত দেয় নিহত ছাত্রীর সহপাঠীরাও। প্রায় তিন'শ জন এদিন রক্তদান করেন। কাকদ্বীপ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী পাপিয়া দাস বলেন, 'এই প্রথমবার আমি রক্ত দিলাম। ওই নিহত ছাত্রীর প্রতি রক্ত দিয়ে আমার শ্রদ্ধার্ঘ।' একইভাবে প্রথম বার রক্ত দিয়ে গণেশপুরের গৃহবধূ প্রতিমা বোড়ে বলেন, 'এই ঘটনা শোনার পর থেকে বাকরুদ্ধ হয়ে ছিলাম। আজ যেন নিহত ছাত্রীর রক্ত ঝরার বিরুদ্ধে কয়েক ফোঁটা রক্ত দিলাম।' পাশাপাশি স্কুলের মাঠে আয়োজন করা হয়েছিল স্মরণসভার। সভার শুরুতে নিহত ছাত্রীর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধার্পণ করেন বিশিষ্টরা। সভায় অম্বিকেশ বলেন, 'এই নৃশংস ঘটনার নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। সারা রাজ্য জুড়ে আজ মহিলাদের ওপর নির্যাতন উর্দ্ধমুখী। কিন্তু এই সরকারের কোনও তাপ উত্তাপ নেই। এলাকার মেয়ের ওপর নৃশংস অত্যাচারের পর এখানকার মানুষ যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তা সারা রাজ্যের পথ দেখাবে। এখানে আন্দোলনের চাপে ধর্ষণের মামলা রুজু করতে পুলিশ বাধ্য হয়েছে। সারা রাজ্য আজ কাকদ্বীপের দেখানো পথে আন্দোলনে যাবে।

পাশাপাশি এই হতভাগ্য পরিবারের কাছে আবেদন, কোনও প্রলোভনে পা দেবেন না। কারণ এই সরকারের আমলে কাটোয়া থেকে ধূপগুড়ি কেউ বিচার পায়নি। কাকদ্বীপের হতভাগ্য পরিবারকে নিয়ে আমরা দিল্লিতে যাব। সেখানে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও মহিলা কমিশনের কাছে দরবার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাইব।' বাসুদেব বর্মন বলেন, 'একসময় এই কাকদ্বীপের মানুষের জন্য সংসদে বলেছি। আজ সেখানকার গ্রামের এক মেয়ে অত্যাচারিত হওয়ার পর খুন হয়েছে। এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের প্রতিবাদ–প্রতিরোধ শেষ কথা বলবে।

কারণ এই সরকার চায় না পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ পড়াশুনো করে এগিয়ে আসুক। বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষার বিস্তার ঘটুক। কিন্তু এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবই আমরা। কারণ মানুষ জাগ্রত হচ্ছে।' অরুণাভ গাঙ্গুলি বলেন, 'আমরা সভ্য সমাজে মারের বদলে মারের কথা বলতে পারি না। কিন্তু আপনারা কখনও দেখবেন না শাসকদল তৃণমূলের কর্মী–সমর্থকরা ধর্ষক, খুনিদের মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছেন। উল্টে দুষ্কৃতীদের লালন করে শাসকদলের নেতারা।' নিহত ছাত্রীর বাবা মঞ্চে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'সবাই ছিল বলেই আজ আমি সাহস পেয়েছি। সরকারের কাছে মেয়ের ইজ্জতের বিনিময়ে টাকা চাই না, শুধু খুনি, ধর্ষকদের ফাঁসি চাইছি।' এদিন সভা শেষে স্থানীয় হরিপুর গ্রামে নিহত ছাত্রীর বাড়িতেও যান আক্রান্ত আমরার সদস্যরা। আগামী ১২ ডিসেম্বর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে কাকদ্বীপ চৌরাস্তার মোড় থেকে কামদুনি পর্যন্ত সাইকেল মিছিল হবে।

রিয়েল এস্টেট বিল

প্রথম পাতার পর

প্রকল্পটির কাজ যাতে ঘোষিত সঠিক সময়ে সম্পূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হবে একটি পৃথক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয় বা সম্পত্তির গুণমান সম্পর্কিত যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তিতে ফাস্ট ট্র্যাক বিচার ব্যবস্থারও সংস্থান রাখা হয়েছে বিলটিতে। রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত অভিযোগের শুনানি ক্রেতা আদালতও গ্রহণ করবে। ক্রেতাদের সম্মতি ছাড়া প্রোমোটার ফ্ল্যাট বা বাড়ির প্ল্যান ও নকশা রদবদল করতে পারবেন না। আশা করা হচ্ছে, বিলটি আইনে রূপান্তরিত হলে সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন লেনদেন জনিত স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, অন্যদিকে তেমনই নতুন ব্যবস্থায় লাভবান হবেন ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়েই।

Government of West Bengal

ADVERTISEMENT

Application are invited from intending Self Help Groups/ Registered Co–Operative Societise/Semi Govt. bodies/ individuals/group of inviduals as an entity for filling up the vacancy of distributorship at Rudranagar under Sagar Block, Dist – South 24 Pgs. If the applicant be individual(s), he/she/they should be permanent resident of the concerned district. While selecting suitable candidate for offering distributorship licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintence & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially women Self Help Groups.

For further details, contact the office of the District Controller, Food & Supplies, South 24 Pgs, New Administrative Building, 7th Floor, Alipore, Kolkata –700 027.

Last date for submission of application in prescribed proforma 02/01/2016 upto 5.00 P.M.

Sd/–
District Controller (F&S)
South 24 Pgs. Alipore

১৪৩৯/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/৯.১২.১৫

শীতের আনন্দে গা ভাসানোর একগুচ্ছ পিকনিক স্পট

হাওড়া ও হুগলি পর্ব ১

● গাঙ্গুলি বাগান

কলকাতা থেকে মাত্র ৩২ কিমি দূরে হাওড়ায় মুন্সিরহাটের পেরো বসন্তপুরে এই বাগান বাড়ি। ১৬ বিঘা জমির ওপর গাছগাছালিতে ছাওয়া সুন্দর এই পিকনিক স্পট। চিলড্রেন পার্ক, লেক, বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ক্রিকেট মাঠ সহ সব রকম ব্যবস্থা আছে। একসঙ্গে ২৫০–৩০০ জনের পিকনিকের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ – ৯৩৩১০৪৮৮৭/৯৮০০৩৪১০০৬

● নিরালা

দেউলটি স্টেশন থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বে এই বাগানবাড়ি। আছে সুইমিং পুল, সাজানো বাগান সহ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা। কাছেই রয়েছে শরৎচন্দ্রের বাড়ি এবং রূপনারায়ণ নদী। যোগাযোগ – ০৩২১৪–২৭৫০৪৩

● গাদিয়াড়া

কলকাতা থেকে ৯০ কিমি দূরত্বে হাওড়া জেলার এক জনপ্রিয় পিকনিক স্পট। এখানে হুগলি নদীর তীরে বসে পিকনিক করা যায়। এখানে থাকার জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ট্যুরিস্ট লজ। এখানে ঘর ছাড়াও পিকনিক স্পট, পিকনিক শেড ও পিকনিক স্পেসের জন্য ভাড়া পাওয়া যায়। যোগাযোগ – ০৩২১৪ ২৬৩১২৫

● গড়চুমুক/আটান্ন গেট

হাওড়ার শ্যামপুর থানা অঞ্চলের এক জনপ্রিয় পিকনিক স্পট। কাছেই রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম গেটের অন্যতম আটান্ন গেট। পাশ থেকে বয়ে চলেছে দামোদর নদী। এখানে রয়েছে জেলা পরিষদ পরিচালিত হলিডে হোম। যোগাযোগ – ০৩৩ ২৬৩৮৪৬৩৩/৬৩৪

● নন্দীবাগান

হাওড়া থেকে ট্রেনে কোন্নগর, সেখান থেকে রিক্সায় সামান্য পথ নন্দীবাগান পিকনিক স্পট–এর। সাজানো–গোছানো ঘর আছে। এছাড়াও মাঝারি স্পট ও ছোট স্পট ও ভাড়া পাওয়া যায়। যোগাযোগ – ৯৮৩০১২৯৫০৩

● সামতাবেড়ে

হাওড়া জেলার রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। হাওড়া থেকে খড়্গপুর শাখায় দেউলটি স্টেশনের দূরত্ব ৫২ কিমি। দেউলটি স্টেশন থেকে তিন চার কিমি দূরে এটি অবস্থিত। চারদিকে প্রচুর গাছগাছালি ও ফুল রয়েছে। রয়েছে শরৎ স্মৃতিফলক। শরৎচন্দ্রের বাড়িটিকে মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিবছর ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব পালিত হয়। শরৎমেলা অনুষ্ঠিত হয় শীতে। যোগাযোগ – ৯৮৩১৬২০৯০১

● সবুজদ্বীপ

হুগলি জেলা পরিষদের এক মনোরম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। হাওড়া কাটোয়া লাইনের ট্রেনে এসে সোমড়াবাজার স্টেশনে নেমে সামান্য পথ গেলেই পড়বে গঙ্গার ঘাট। এখান থেকে ভুটভুটি নৌকায় দ্বীপে যেতে হবে। এখানে পিকনিক শেড সহ নানা ব্যাবস্থা আছে। যোগাযোগ– ০৩২১৩–২৬০২৩৬

● গড় মান্দারন

কামার পুকুর থেকে ঘাটাল যাওয়ার পথে আড়াই তিন কিমি দূরে গড়ে উঠেছে গড় মান্দারন। বিরাট অঞ্চল নিয়ে ঘন গাছের সারিতে ঢাকা মনোরম পিকনিক স্পট। যোগাযোগ – ০৩২১১–২৪৪৫৭০

● নিউ দিঘা

হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলগামী ট্রেনে চন্দননগর, সেখান থেকে সামান্য দূরে নিউ দিঘা। হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে এখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর পিকনিক স্পট। নানারকম ফুল ও বাহারি গাছের ছাওয়ায় স্পটের সবরকম সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ – ২৭০৮৪৫৮১

সুমন্ত ভৌমিক

চন্দননগরে আলিপুর বার্তার জগদ্ধাত্রী পুজোর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরে 'আলিপুর বার্তা'এর উদ্যোগে জগন্ময়ী গৌরব–২০১৫ পুজো পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। গত শনিবার ৫ ডিসেম্বর চন্দননগরে ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডে বিবেকানন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে বিজয়ী বারোয়ারিদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। যে সমস্ত বারোয়ারি বিজয়ী তালিকায় ছিলেন তাদের মধ্যে মণ্ডপ সজ্জায় প্রথম নিয়োগী বাগান নব বালক সংঘ, দ্বিতীয় সুরের পুকুর, তৃতীয় স্থান হয় গোলাপবাগ। এছাড়া সামগ্রিক বিচারে প্রথম স্থান পায় প্রদীপ সংঘ এবং দ্বিতীয় স্থান পায় তেলিনীপাড়া মহাবীর সংঘ আর জি পার্টি। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি চন্দননগরের বিধায়ক অশোক সাউ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এছাড়া পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী ও প্রণব গুহ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী। এদিনের সন্ধ্যায় জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'রবিতীর্থ' সংস্থার প্রধান সঙ্গীতশিল্পী মঞ্জুলা চট্টোপাধ্যায় (দাশগুপ্ত)। তাঁর নিজের সংস্থার অংশগ্রহণকারী গ্রুপের শিল্পীরা কোরাস গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশের মধ্যে। তাঁর প্রতিটি গান উপস্থিত দর্শকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা পায়। এরপর শিশু শিল্পী রিয়া সাঁতরা নৃত্য পরিবেশন করে। রবীন্দ্রগানের সঙ্গে নাচ উপস্থিত সকলকে চনমনে করে দেয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে হিন্দী সংবাদপত্র প্রভাত খবর পত্রিকার সাংবাদিক মুরলী চৌধুরী কবিতা পাঠ করেন। এদিনের সন্ধ্যায় সঙ্গীতের শেষ আকর্ষণ ছিল শিল্পী দেবলীনা ভাদুড়ির মনমাতানো গান। তাঁকে 'আলিপুর বার্তা'র তরফে পুষ্পস্তবক ও ব্যাজ পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁর নিজের অ্যালবামের গানগুলি শ্রোতাদের মন জয় করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার মূল মধ্যমণি ছিলেন সাংবাদিক মলয় সুর। এরই পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন প্রদীপ কুমার দত্ত। প্রসঙ্গত ওইদিন ওয়ার্ল্ড গিনেস বুকে নাম লিপিবদ্ধকারী অরবিন্দ রায় ও পরিমল বিশ্বাসকে মঞ্চে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রদীপ কুমার পাত্র ও মনীষা পাল। এদিনের অনুষ্ঠানের দরুণ আলিপুর বার্তার সঙ্গে চন্দননগরের মানুষের জনসংযোগ বাড়ল।

উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন রবিতীর্থের শিল্পীরা

বক্তব্য রাখছেন চন্দননগরের বিধায়ক অশোক সাউ

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন দেবলীনা ভাদুড়ী

পুরস্কার বিতরণে সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী, সঙ্গে বিধায়ক

পাগল সারে তিরলের খ্যাপা কালী মন্দিরে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

গত সংখ্যার পর

এই পাড়ার দীপালী সরকার (৩৮) আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী। নিজের কেন্দ্রে বসেছিলেন, তিনি এবং তাঁর সহকর্মী অর্চনা পাগড়ে (৩৮)। ছেলে–মেয়েদের ছুটি হয়ে গেছে। তাঁরা খাতার কাজ সারছিলেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে একটি নলকূপ। সেই কলের জল কেমন জানতে চাইলাম। দীপালী বললেন, 'এই জল আমাদের খেলে কিছু হয় না, কিন্তু কলকাতার লোকেরা খেলে শুনেছি পেট খারাপ হয়।' একটু ঠেস দেওয়া কথা শোনাচ্ছেন। দীপালীর গলায় কৌতুক। আসলে নিজের গ্রাম নিয়ে তাঁর খুব গর্ব। তাঁর গ্রামের সবকিছুই ভাল। ভাল – জলও। তাই জল পরীক্ষা করে আয়রন আছে জানার পরও, তিনি উপহাসে উড়িয়ে দেন। বলেন, 'ওসব কিছুই নয়, এই জলে আমাদের পূর্বপুরুষরাওতো বেঁচেই ছিল, নাকি!' ভাবি, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।'

এই বিশ্বাস আরো অনেক জায়গাতেই। দীপালির বাড়ির পেছনে বিরাট পুকুর। জল থৈ থৈ করছে। পুকুর ঘাটটা ইট দিয়ে বাঁধানো। সেই পুকুর পাড়ে দুটি ভাঙা বেশ বড় শিবের মন্দির। একটিতে শিবের সাদা পাথরের মূর্তি, অন্যটিতে কালো পাথর। মন্দিরের গায়ে অনেক আগাছা এবং শ্যাওলা। কোনো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। চারদিকে ধানের ক্ষেত। মন্দিরের সামনের চাতালে আমরা বসি। দীপালী ভক্তিভরে শিবের মাহাত্ম্য বলে চলেছেন।

মন্দির শুধু এখানে নয়, এই গ্রামের ভঞ্জপাড়ায় মোট পাঁচটি শিব মন্দির এবং একটি শীতলা মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির ঐতিহ্য আছে। অনেকগুলি মন্দির রত্নযুক্ত, অর্থাৎ চারচালা স্থাপত্যের ছাদের মাথায় চূড়ারূপী একটি ক্ষুদ্রাকারের শিখর বা পীঢা রীতির স্থাপত্য আছে। স্থাপত্য ভাস্কর্যের অনুরাগীদের এখানে ভাল লাগতে পারে। তবে এখন কোন মন্দিরের দরজা ভাঙা তো, কোনটার ইট খসে খসে পড়ছে।

মন্দিরে ছাড়াও, গ্রামে সারাবছর নানা পুজো আচ্চা লেগেই থাকে। সেদিন আশ্বিন মাসের নল সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে নল পুজোর প্রস্তুতি চলছে। বাড়ির বাইরে যেখানে গোবর সার ফেলা হয়, সেখানে পরিস্কার করে নল গাছ পোঁতা হয় এদিন। নল গাছে কচু পাতা বা মান পাতার মধ্যে তালের আঁটি, নারকেল নাড়ু, দুধ, কচু গাছ, মান গাছ, ওল গাছ মোট সাতরকমের গাছ দিয়ে পুঁটুলি করে গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়। পুজো হয় সার ফুলে (যেখানে গোবর ফেলা হয়)। পুজো শেষে বিকেলের দিকে জমির মাঝখানে নলগাছ পোঁতা হয়। পোঁতার সময় জমির মালিক বলেন,

'আকালের জল, পাতালের নল

ধান ফলে যেন গল গল।'

তিনবার বলার পর জমির মাঝখানে নলগাছটা পোঁতা হয়। পুজোটা হয় শালুকের ফুলে। ব্রাহ্মণ করেন। জমিতে নলগাছ পুঁততে যান বাড়ির পুরুষ মানুষ। মেয়েদের ওখানে যাওয়া বারণ।

তিরল গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখ বাড়িতে বাড়িতে 'মুট পুজো' হয়। ধানের জমি থেকে কাঁচা ধান কেটে এনে এই পুজো হয়। পুজোর সময় ছাঁচি কুমড়ো বলী দেওয়া হয়। ছাঁচি কুমড়ো কেটে বিরি কলাই বাটা দিয়ে বড়ি দেওয়া হয়। পরে এই বড়িগুলোর বিয়ে দেওয়া হয়। বড়িগুলোকে বরযাত্রী এবং কনে যাত্রী সাজানো হয়। চৌকির চারদিকে আল্পনা আঁকা হয়। নৈবেদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ পুজো করেন। আট দিন বাদে ধান গাছগুলোর বিসর্জন দেওয়া হয়।

যাওয়া আসার পথে পথে

তিরল গ্রামের শিব মন্দির। নিজস্ব চিত্র

আর বড়িগুলো খেয়ে নেওয়া হয়।

পৌষ মাসে নতুন ধান দিয়ে লক্ষ্মী পুজো হয়। নতুন ধান উঠোনে ঢেলে দিতে হয়। লক্ষ্মীর সাজ দিয়ে ঠাকুরকে তোলা হয় ঘরে। এছাড়া উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে নবান্ন আছে। লক্ষ্মী পুজো হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গা পুজো হয়। ১ মাঘ উঠোন ব্রাহ্মণ ডেকে সন্ধ্যার সময় পুজো হয়। পেঁচা ডাকলে শাঁখ বাজিয়ে অন্য জাতির লোকেরা নবান্ন করেন না। হয়তো অন্য জাতির লোকেরা চাষের কাজ করেন না, তাই তাঁদের মধ্যে নবান্নর চল নেই।

তিরল গ্রামে চর্মকার, কর্মকার, সূত্রধর, নাপিত, ধোপা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। এখন জাতপেশা সব ওলটপালট হয়ে গেছে। এই গ্রামের নিমাইচন্দ্র দাস (৬০) এখন কাঠের পুতুল এবং বিভিন্ন মডেল তৈরি করেন। নিমাই–এর বাবা গোপালচন্দ্র মাটি দিয়ে ঠাকুর দেবতার মূর্তি গড়তেন। এটাই ওঁদের জাতপেশা। এখন নিমাই–এর ভায়েরা মাটির মূর্তি গড়েন। এখন নিমাই–এর এক একটা কাঠের মডেল ছয় থেকে বার হাজার টাকায় বিকোয়। আত্মবিশ্বাসী শিল্পী বলেন, 'যেকোন ছবি পেলেই, সেই ছবির আদলে মূর্তি তৈরি করে দেব। আসল নকল বোঝা যাবে না।'

সব গ্রামের মতন তিরলও বদলাচ্ছে। 'কালের নিয়মে উন্মার্গগামিতা বেড়েছে।' বলছিলেন এই গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক অমিয় দত্ত (৭০)। তবে আর্থিক উন্নতিও হয়েছে। বলছিলেন, 'বছর আটেক আগেও আমাদের গ্রামে ভিখিরি ছিল। এখন নেই। আমাদের গ্রামের দাস পাড়ার মেয়েরা খাবার জোগাড় করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। এখন আর তা করতে হয় না।' এখন সবার বাড়িতেই খাবার আছে।

বদলের মধ্যেও গ্রামের সারল্য কিংবা ঔদার্য এখনো নষ্ট হয়নি, তাই দীপালী সরকার বাড়ি ছেড়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাসে চলে যান অতিথির জন্য। আর সকালের সেই কন্ডাক্টর চিন্তিত হন, সারাদিনে খাবার পেয়েছি তো? সন্ধের সময় যখন ফিরছিলাম, তখন আবার দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। প্রথমেই জানতে চেয়েছিলেন,

– খেয়েছেন?

পরের প্রশ্ন ,

– কাজ হয়েছে? কোনো অসুবিধা হয়নিতো?

কি অন্তর এই মানুষগুলোর! নিজেদের স্বার্থ ছাড়াই মানুষকে ভালবাসতে পারেন। আজকের দিনে, ভাবলে অবাক হতে হয়। তিরল থেকে বাসটা আরমাবাগের দিকে ছুটছে, জানলার পাশে মন খারাপ করে বসে থাকি। চারদিকে অন্ধকার নামছে। দীপালী সরকারকে ফোন করি। সকালে একবার উনি বলেছিলেন, 'আপনাকে আমার দাদার মতন দেখতে। আমার বাড়িতে ভাইফোঁটায় আসবেন?' দীপালীর ফোনটা বেজে যায়। নো রিপ্লাই – কেউ কথা বলেনা। (শেষ)

মাঙ্গলিকী

কোন্নগরের জমজমাট জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ জন জাদুকরের যোগদানে জমে উঠল ৫ বছর পার করা কোন্নগরের জাদু আড্ডা। যথারীতি আড্ডা বসেছিল কোন্নাগরবাসী বরিষ্ঠ জাদুকর জে পি ব্যানার্জীর বাসভবনের 'হল' ঘর সম সুদীর্ঘ দালানে। আড্ডায় সকলকে আন্তরিক 'স্বাগতম' জানালেন জে পি ব্যানার্জী। সঞ্চালনায় এলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বিবিধ জাদু প্রদর্শনী ছাড়াও জাদুকলার বাণিজ্যিক প্রসারতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। এই আলোচনা শুরু হয় জাদুকর বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর একটি পাঠের মাধ্যমে। সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমানে বাংলার জাদুপ্রদর্শনীর বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর সংকট নিয়ে বেশ কিছু পেশাদার ও সুখ্যাত জাদুকরের মতামত।

সকলের মতামতেই রয়েছে হা-হুতাশ— বড় পারিশ্রমিকের জাদু প্রদর্শনীর অভাব। সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় এই সব বিশিষ্ট জাদুকরদের মতামত সত্য, তা না হলে তাঁরা সবাই একই কথা বলবেন কেন? অপর দিকে ৭৫-এ পা দেওয়া এই প্রতিবেদক তাঁর এখনও জাদু প্রদর্শনী দেবার আমন্ত্রণ পাবার মাধ্যমে বিনীতভাবেই বলবেন, কম পারিশ্রমিকের (৩০০০/-৫০০০) অতি সাধারণ মঞ্চে জাদু প্রদর্শনী তিনি নিয়মিত পাচ্ছেন—তাঁর এই সব প্রদর্শনীতে অনেক সময় বিশিষ্ট পেশাদার জাদুকরেরাও অংশ গ্রহণ করেন সহশিল্পী হিসাবে (বি কুমার, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ভোলানাথ দাসের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়াও অংশ গ্রহণ করেছেন সুমোহন চৌধুরী, আশীষ মুখার্জী, জাদুকর আলম, দিব্য গুহ প্রমুখ)। জাদুর বাণিজ্যিক সফলতার প্রসঙ্গেই আসরে উপস্থিত বরিষ্ঠ পেশাদার জাদুকর কালীপদ সরকার (কে পি সরকার) বললেন, বিরাট প্রদর্শনী তথা ইলিউশান শো তিনি সুদীর্ঘ কাল করে আসছেন। বর্তমানে এই ধরনের প্রদর্শনীর যথাযথ পারিশ্রমিকের অভাবে তিনি মাঝারি মাপের কনজুংরিং শো করছেন - শ্রী সরকারকে অভিনন্দন — বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তিনি তাঁর বাণিজ্যিক প্রদর্শনীকে পাল্টাতে পেরেছেন বলেই তিনি তাঁর পেশাদারি জাদু প্রদর্শন বজায় রাখতে পেরেছেন (এই প্রতিবেদকও যুবা বয়সে কয়েক বছর ইলিউশান শো করেছেন, তখন তাঁর সহশিল্পী ছিলেন জাদুকর শৈলেশ্বর, প্রয়াত শশাঙ্ক ব্যানার্জী ও তাপস বসু)।

এদিন আড্ডা থেকে হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাদুকর কে এন দাশের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। সম্প্রতি শ্রী দাশ এক পথ দুর্ঘটনার ফলে গৃহবন্দী। ফোনে তাঁকে বলা হয় আড্ডায় উপস্থিত সকল জাদুকর বন্ধু তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। এদিন আসরে উপস্থিত বিশিষ্ট জাদুকর, জাদু প্রস্তুত কারক, জাদু উদ্ভাবক সুনীল কর্মকার বাংলার চিরকালের এক উজ্জ্বল বহু প্রতিভা সমৃদ্ধ জাদুকর সমীরণ আচার্য্যের বর্ণময় স্মৃতিচারণ করেন— শ্রী কর্মকারকে হার্দিক অভিনন্দন। সমীরণ আচার্য্য, গৌতম গুহ ও তারও আগের প্রজন্মের জাদুকর শশাঙ্ক ব্যানার্জী, এস কে দাশের কথা এই সব জাদু আড্ডায় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

এদিন আড্ডার আহ্বায়ক জে পি ব্যানার্জীর জন্যে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল — ইলেক্ট্রো ম্যাজিক কোম্পানির তরফে (নামটি এক কালের ইলেকট্রো ফার্ন কোম্পানির কথা মনে করিয়ে দেয়। এখন ওই কোম্পানির নাম ফানটাইম ম্যাজিক।) বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হল শ্রী জে পি ব্যানার্জীকে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল বিশেষ স্মারক, জাদুসামগ্রী, মানপত্র। মানপত্রটি পড়ে দিলেন গণজাদু শিল্পী দীপক রায়চৌধুরী, যেটি তাঁরই বাংলায় লেখা অতি উজ্জ্বল মানপত্র। আড্ডার এই পর্বটি সকলের উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল... এদিন আর এক বরিষ্ঠ জাদুকর আর. ডি ৫০-৬০-এর দশকের বাংলার জাদুকলা চর্চার সংক্ষিপ্ত অথচ মনোগ্রাহী 'ফেলে আসা' যুগের কথাই বললেন।

এদিন জাদু প্রদর্শনী বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু প্রদর্শনীতে নানান রঙে ঔজ্জ্বল হয়ে উঠল। যথারীতি সকলকে চা-জলযোগ সহ আপ্যায়ণে পরিবারের 'আপনজন' করে নিলেন শ্রীমতী জে পি ব্যানার্জী, কল্যাণীয়া পুত্রবধূ, জে পি ব্যানার্জীর জননী, পুত্র শ্রী জয়দীপ ব্যানার্জী ও পরিবারের কনিষ্ঠা সদস্যা জয়িতা (বয়স সাড়ে তিন)।

বিশেষ সংযোজন। কোন্নগরের এই জাদু আড্ডা অতি 'পারিবারিক' আর তাই দেখা গেল যখন মূল আড্ডা চলছে দালানে, তখন পাশের ঘরে শ্রীমতী ব্যানার্জীকে 'জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়র' স্মৃতি সমৃদ্ধ কাহিনী শোনাচ্ছেন 'ইন্দ্রজাল এনসাইক্লোপেডিয়া'-র ধারক বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার।

আরও : ইলেকট্রো ম্যাজিক কোম্পানির কর্ণধার জাদুকর নারায়ণ চৌধুরীও অবশ্যই আসরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত হল সোমা চট্টোপাধ্যায়-এর 'দক্ষিণ হাওয়া'

ইন্দ্রজিৎ আইচ : সঙ্গীতের জগতে সোমা চট্টোপাধ্যায় নবাগতা শিল্পী। থাকেন পশ্চিম মেদিনীপুরের খেপুদ গ্রামে (দাসপুর থানার অর্ন্তগত)। ছোটবেলায় মায়ের কাছে গান শেখা। তারপর কার্ত্তিক চন্দ্র বাগ-এর অধীনে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। বর্তমানে সঙ্গীত পরিচালক চন্দন রায়চৌধুরীর কাছে গানে তালিম নিচ্ছেন। সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল তার প্রথম সিডি আধুনিক গানের 'দখিন হাওয়া'। সিডিটি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণী কাজী। উপস্থিত ছিলেন গীতিকার সুরকার চন্দন রায়চৌধুরী এবং সৃষ্টি ক্যাসেটস এর কর্ণধার সুভাষ সাহা রায়।

সোমা চট্টোপাধ্যায় তার নতুন এই অ্যালবাম 'দখিন হাওয়া'তে ৫টি গান গেয়েছেন, সিডির প্রথম

চারটে গানের কথা লিখেছেন জিষ্ণু। সুর চন্দন রায়চৌধুরী। শিল্পী গলায় দখিন হাওয়া, ঝিকঝিক ঝিকঝিক, তোকে যে খুঁজেছি মা নদীর চরে, চলো যাই বেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে এবং সব শেষে চন্দন রায়চৌধুরীর কথায় ও সুরে ঝিরিঝিরি শ্রাবণ আলাদা মাত্রা পেয়েছে সঙ্গীত পরিচালনা চন্দন রায়চৌধুরী। সৃষ্টি ক্যাসেট্স থেকে প্রকাশিত সিডির দাম ৮০ টাকা।

গান ভালো মন্দ

অসময়ের গান

(গানের সিডি) (নবকুমারের একক সঙ্গীত ভূমিপূত্রের নিবেদন-মূল্য ৬০ টাকা) নয়টি গান রয়েছে গায়ক/সুরকার নবকুমারের কণ্ঠে। গানের ভাষাও শিল্পী কলম থেকে বেরিয়েছে। নতুন টাটকা বাতাসের ঝলক পাওয়া গেল শিল্পী কণ্ঠে। এগুলিকে পল্লিগীতির চেনা ছকেও ফেলা যায় না আবার সেই অর্থে রোম্যান্টিক আধুনিক গানও বলা যাবে না। এই সময়ের বাংলা গান (?) নতুন সুরের ছোঁয়ার বড় অভাব। নবকুমারের গান গুলি শুনতে শুনতে আশা জাগে, বাংলা গানের সুরের নদী নতুন গতিপথ খুঁজে পেয়েছে।

আয় কে যাবি রে

(গানের সিডি) (শিল্পী – বিকাশ-মূল্য ৫০ টাকা) শিল্পীর তরুণ কণ্ঠে সুরের আভাস রয়েছে। একেবারে মৌলিক গানের ঝুঁকি না নিয়ে প্রচলিত আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদি গান গেয়েছেন দরদী গলায়। শ্রোতাদের ভাল লাগবে, আগে-শোনা গানের বিচ্যুতিও ঘটাননি শিল্পী সেজন্য ধন্যবাদও পাবেন। যন্ত্রানুসঙ্গও উচ্চকিত নয়। সব মিলিয়ে একটি সুখকর অভিজ্ঞতা।

পুজোয় মা দুর্গা এসেছে

(গানের সিডি) (শিল্প – সুকুমার কর, রাগা মিউজিক, মূল্য ৭৫ টাকা) – সিডি'র মোড়কের শিরোনাম দেখে মনে হয়েছিল সবকটি দুর্গা-আবহনের গান, বাস্তবে তা কিন্তু নয়। অন্য আধুনিক গানও ঠাঁই পেয়েছে। গানের সুরগুলি প্রচলিত গানের সুরের অনুসরণেই এগিয়েছে, সম্ভবত নতুন কোনও সুর-প্রয়োগের নিরীক্ষার ঝুঁকি শিল্পী নিতে চান নি। তথাপি উদ্দাম ব্যাণ্ড-সংস্কৃতির আবহে যে শিল্পী গা ভাসাননি, এজন্য ধন্যবাদ পাবেন।

জাদুকর আর ডি-র জাদু প্রদর্শনীর ৫০ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেইল ট্যাক্স সংক্রান্ত কাজের বিরাট ব্যস্ততার মধ্যেও সুদীর্ঘকাল ধরে জাদুকর আর. ডি. তাঁর মঞ্চকাড়া বিরাট জাদু প্রদর্শনী দিয়ে আসছেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের আমন্ত্রণে। আগামী ২৫শে ডিসেম্বর জাদুকর আর ডি-র জাদু প্রদর্শনীর ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হবে রামমোহন লাইব্রেরী মঞ্চে। ব্যবস্থাপনায় 'ফ্রেন্ডস অব ম্যাজিসিয়ান আর. ডি.' সংগঠন। ঐ দিন মঞ্চে উক্ত সংগঠনের তরফে জাদুকর আর. ডি. কে উত্তরীয়, স্মারক ও মানপত্র প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হবে। এরপরে থাকবে জাদুকর আর.ডি.-র চেনা অচেনা তাঁর জাদু প্রদর্শনীর গুণমুগ্ধ অসংখ্য দর্শকবৃন্দের জন্য তাঁর মঞ্চ কাড়া ২ ঘন্টার জাদু প্রদর্শনী। 'ফ্রেন্ডস অব ম্যাজিসিয়ান আর. ডি.'-র তরফে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, উপরোক্ত অনুষ্ঠানের জন্যে বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই সাথে এই অনুষ্ঠানের 'মিডিয়া পার্টনার' হিসাবে জাদুকর আর. ডি.-র পাশে থাকছে ৫০ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'আলিপুর বার্তা'।

মন ভরাবে অমৃতা দে'র ''হিয়ার মাঝে''

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৃষ্টি ক্যাসেট্স থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হল সঙ্গীতশিল্পী অমৃতা দে'র গানের অ্যালবাম ''হিয়ার মাঝে''। প্রেস ক্লাবে সিডিটি প্রকাশ করেন প্রখ্যাত চলচিত্র পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী অলোক রায়চৌধুরী, চন্দন রায়চৌধুরী এবং সৃষ্টি ক্যাসেটের কর্ণধার সুভাষ সাহা রায়।

''হিয়ার মাঝে'' এই সিডিতে অমৃতা দে গেয়েছেন ৬টি রবীন্দ্রসংগীত। গানগুলি হল ও জোনাকি, কী সুখে ওই, যদি তারে নাই চিনিগো, ভেঙে মোর ঘরের চাবি, সে দিন দুজনে দুলে ছিনু বনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে, আমার হিয়ার মাঝে। প্রতিটা গান শিল্পী দরদ দিয়ে গেয়েছেন। সিডিটি সকলের সংগ্রহের যোগ্য। চন্দন রায়চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনা যথাযথ। ''হিয়ার মাঝে'' সিডির দাম ৮০ টাকা।

পুজের গানে-কবিতায় আসর মাতালেন সঙ্গীতশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কখনো মনোময় ভট্টাচার্য কখনো শম্পা কুন্ডু আবার চেনা শিল্পীর পাশাপাশি কিছু নবীন শিল্পী যেমন চিনু কাঞ্জিলাল, মানসী ভট্টাচার্য, ছন্দা দেব, যূথিকা ঘোষ, অরুন্ধতী চ্যাটার্জী, ইন্দ্রাক্ষী ঘোষ বসু, পলি আটা, লোপামুদ্রা মুখার্জী, রানু বায়েন, শর্বরী দাস, মিতা ঘোষ, সীমলি মণ্ডল, দিপান্বিতা ভৌমিক, অরিন্দম সাহা ও শালিনী ঘোষ সকলেই পুজোর গানে আসর মাতালেন সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে। আকাশ মিউজিক-এর আয়োজনে সঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত থেকে সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন ডঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য, সোমা কাঞ্জিলাল, পারমিতা সরকার, লগ্নজিতা বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেয় সোহিনী সংগীত কলাভবনের শিল্পীরা।

প্রকাশিত হয় আকাশ মিউজিক থেকে তিন শিল্পীর সিডি। প্রথমটি ইন্দ্রানী ঘোষ বসুর ও রাজেশ্বর ভট্টাচার্য সিডি 'মন বলে চাই' রবীন্দ্র সঙ্গীতের অ্যালবাম।

নজরুলের কবিতা 'সওগত' স্বতন্ত্র উচ্চারণে ডঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য ও ছন্দা দেবের রবীন্দ্র অ্যালবাম ''পরিচয়ের পরশ''। সিডিগুলি প্রকাশ করেন মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশিস কুমার। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন আকাশ মিউজিকের কর্ণধার সঞ্জীব অধিকারী। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌ ভট্টাচার্য।

বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি বই মেলা

বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি ৪র্থ বার্ষিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে ২৩শে ডিসেম্বর '১৫ থেকে ৩রা জানুয়ারি '১৬ অবধি। আয়োজক কেন্দুয়া রোডস্থ শান্তি সংঘ ক্লাব। কেন্দুয়া রোড সংলগ্ন শান্তি সংঘের নিজস্ব মাঠে এই মেলা হবে। ইতিমধ্যে বহু নামি-দামি বই প্রকাশনী সংস্থা বইয়ের স্টল নিয়েছেন। থাকবে বহু লিটল ম্যাগাজিনের জন্য টেবিল স্টল। যার জন্য তাঁদের কাছ থেকে কোনও 'ফিস' নেওয়া হবেনা। এছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকবে বিবিধ পাঠ, আলোচনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকবে ছোটদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। আরও থাকবে তাদের জন্যই জাদু প্রদর্শনী প্রভৃতি।

দমদমে সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় নাগেরবাজার যুগীপাড়া রোডে ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় এক সঙ্গীতাসরে গান গেয়ে শোনান শিপ্রা রায়, শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা ভট্টাচার্য, শুক্লা সেনগুপ্ত, তড়িৎ বিশ্বাস, অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। সঙ্গে তবলা ও পার্কাসন বাজান সমীর রায়, সমীর দাস ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন রামমোহন ভট্টাচার্য। বাঁশী বাজান শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন মনীষা মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালক ছিলেন সুজন সেনরায়।

জীবন দর্শন

বহুরূপে শ্রীকৃষ্ণের বহিঃপ্রকাশ

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

এই ভারতবর্ষের মাটিতে অনেক মুনি-ঋষি তপস্বী, মহাপুরুষ, কবি, সাহিত্যিক জন্মেছেন। তাঁরা যে ছিলেন তা আমরা কিভাবে জানতে পারি? আমরা জানতে পারি তাঁদের ছবি দেখে ও তাঁদের নানান রকম সৃষ্টির মধ্যে। অর্থাৎ স্রষ্টা বেঁচে থাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সবাইকে আজ আমরা স্মরণ করি তাঁদের ছবি দেখে ও তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য ও বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ পায়। এটা নিয়ে কারও কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়। একজন মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষ বেঁচে থাকেন তাঁর লেখা বই বা তাঁর সম্বন্ধে লেখা বই ও তাঁর ছবি দেখে। একজন মহামানব বা অবতার পুরুষের ছবি আছে তাঁর লেখা বা উপদেশাবলীর বই আছে তাঁদের জন্ম স্থান বা লীলাস্থল সবই আছে, তাঁর লেখা প্রবচন বা বই আছে, সেই মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা বা কাল্পনিক বলা মূর্খতা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর আজ সমাজে কিছু তথাকথিত মানুষ রামায়ণের কাহিনী কাল্পনিক, মহাভারত কাল্পনিক বলে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা বেঁচে থাকতে চায় তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করেছেন আর এই সংসারে তিনি সশরীরে না থাকলেও তাঁর বিভিন্ন বিভূতির প্রকাশের মাধ্যমে তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন। যে কোনও মহামানব চিরদিন বেঁচে থাকতে চান তাঁ0র সৃষ্টির মাধ্যমে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অবস্থান। আমাদের দেশে যারা মহাপুরুষ অবতার পুরুষ জন্মেছেন তাঁদের সকল লীলাস্থল তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। যেমন রামকৃষ্ণ তার লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বর আমাদের কাছে তীর্থস্থান হয়ে আছে। বামাক্ষ্যাপার লীলাস্থান তারাপীঠ। সেটাও তীর্থস্থান রূপে আজও প্রতিদিন শত শত ভক্তের সমাগম হয় সেখানে। এমনি ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ তীর্থভূমি। পুরীধামে মহাপ্রভু ২৪ বৎসর লীলা বিহার করেছেন সারা বিশ্বের মানুষ সেটাকে তীর্থভূমি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহাপুরুষ অবতার পুরুষ হলেই তাঁর লীলাভূমি আমাদের কাছে তীর্থভূমি হিসাবে পরিচিত হবে।

ঠিক তেমনিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম রামচন্দ্র যে সকল স্থানে জন্মেছেন বা যে সকল স্থানে তাঁরা লীলা বিহার করেছিলেন সেই সকল স্থান আমাদের কাছে তীর্থভূমি পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলে পরিচিত হয়েছে। সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার পূর্ণার্থীরা পূণ্য সঞ্চয়ের আশায় সেই সকল স্থানে যাতায়াত করছেন। আমাদের দেশেতে কত রাজনীতিবিদ ভারতবর্ষে ক্ষমতার আসনে বসেছিলেনন কেউ ২৪ বছর কেউ ১৪ বছর দেশ শাসন করেছেন। তাদের জন্মস্থান বা কর্মস্থালে তীর্থভূমি হিসাবে কেউ মনে করে না বা পূজো দিতে যায় না। কারন এই সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা শুধু মাত্র ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করে ক্ষণিক সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করেছে কিন্তু মানুষের হৃদয়ের মাঝে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসন সৃষ্টি করতে পারেন নি। তারা অনেক ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে পারেন নি। অথচ, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, চৈতন্য মহাপ্রভু এরা কখনও ক্ষমতার শীর্ষে বসেন নি মানুষের মাঝে লীলার মাধ্যমে কথার মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির মাধ্যেমে বহু মানুষের মনে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি জগতে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা- তার জন্মস্থান, কর্মস্থান লীলাস্থল সবই আছে তবুও কিছু কিছু মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক চরিত্র বলে উড়িয়ে দেয়। যারা ক্ষমতায় বসে শ্রীকৃষ্টকে কাল্পনিক বলে অস্বীকার করে তারা নিজেরা কালের স্রোতে অতল তলে তলিয়ে যায়, তাদের কথা কেউ মনে রাখে না। স্বামীজী তার ভ্রমণকালে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বলেছিলেন এদেশে কে শাসক এই অশিক্ষিত গ্রামের লোকেরা খবর রাখেন না। কিন্তু কৃষ্ণকথা ও রামকথা সম্বন্ধে এরা সবাই অনেক জানে, যা আমিও জানি না অর্থাৎ রামায়ন ও মহাভারতের কাহিনী অতি বাস্তব ও সমাজে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে আমাদের মাঝে লীলা করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান মথুরা আজও বর্তমান এবং মথুরা আজও কৃষ্ণ জন্মভূমি বলে আমাদের কাছে তীর্থভূমি। আজও হাজার হাজার পূর্ণার্থী তার জন্মস্থান দর্শনের জন্য যাতায়াত করে। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান তীর্থস্থান। তারা অস্বীকার করা মূর্খতার সমান।

আবার তার লীলা স্থান বৃন্দাবন আজও আছে, বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাস্থল আজও তীর্থস্থান বলে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়। কারণ তিনি যে স্বয়ং ভগবান। তার এক লীলাস্থল, দ্বারকাপুরী সেটাও আমাদের কাছে তীর্থস্থান বলে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জুড়ে আছে এটা কাল্পনিক বলা কতটা মূর্খামি। একটা লীলাস্থলে পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ তীর্থস্থান বলে পূজা, অর্চনা করছে অথচ তিনি নেই বলা আমাদের শিক্ষা অবমূল্যায়ন ছাড়া আর কি বলা যায়। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাস্থল আমাদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থভূমি হয়ে বিরাজ করছে। এটা কাল্পনিক হতে পারে না। এত কিছু থাকার পরও কেউ কেউ তাকে চিনতে পারেনি- কাল্পনিক চরিত্র বলে – এরা শয়তান। যেমন কংস ও শিশুপাল তার অনুচরো তাকে চিনতে পারে নি, তিনি যে স্বয়ং ভগবান। তাই তিনি

এখনও আমাদের মাঝে বিরাজ করলে যারা পর্যন্ত যারা মূঢ়, নরাধম ও যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে ভগবান তাদের সামনে থাকলেও তারা ভগবানকে চিনতে পারবে না – ভগবান স্বয়ং কিভাবে আজও আমাদের মাঝে বিরাজ করছে। এটা কাল্পনিক হতে পারে না। এত কিছু থাকার পরও কেউ কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং কাল্পনিক চরিত্র বলে মনে করে। এরা শয়তান। যেমন কংস, শিশুপাল ও তার অনুচেরা তাঁকে চিনতে পারেনি। তিনি যে স্বয়ং ভগবান। তিনি এখনও আমাদের মাঝে বিরাজ করলেও যারা পাষন্ড, মূঢ়, নরাধম ও যাঁদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, ভগবান তাদের সামনে থাকলেও তারা ভগবানকে চিনতে পারবে না।

ভগবান স্বয়ং আজও আমাদের মাঝে বিরাজ করছেন তা গীতায় বলা আছে। ৭/৮ শ্লোকে ভগবান বলছেন :-

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়ো।
প্রণব সর্ববেদেষু শব্দ খে পৌরুষং নৃষু।।

হে কুন্তীপুত্র অর্জুন— আমি জলের রস, চন্দ্র, সূর্যের কিরণ, সর্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ ও পুরুষের পৌরুষ।

কিভাবে ভগবান এই জড় প্রকৃতির মাঝে বিরাজ করছেন তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। জলের যে স্বাভাবিক স্বাদ-রস তা আমার শক্তির প্রকাশ। বিশুদ্ধ জলের মধ্যেই আমার প্রকাশ। তাই মানুষ সেই জল পান করে তৃপ্তি লাভ করে।

সমুদ্রের জল বা অন্য অনেক প্রকার তরল পদার্থ আছে যেগুলি পান করে মানুষ তৃপ্তি লাভ করে না। জলের স্বাভাবিক রসই তার প্রকাশ। তাই আমরা যখন জল পান করে তৃপ্ত হই তখন তার করুণার কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি করুণা করে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

সূর্য যদি এক মাস না থাকে তবে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এই সূর্যের বা চন্দ্রের যে কিরণ যা আমাদের আনন্দ দান করে সেই সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ ভগবানের অঙ্গজ্যোতি। সূর্য ও চন্দ্রের কিরণের মাধ্যমে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব বুঝতে পারি।

বৈদিক সকল মন্ত্রের প্রারম্ভে যে ওঁকার ব্যবহার করি— সেই ওঁ আসলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধনসূচক মন্ত্র। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অসংখ্য রূপকে ভয় পায় তাই তারা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ওঁ কারের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে। কিন্তু আসলে ওঁকার শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন রূপ বলার পর তিনি সেই রূপের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাইলে ভগবান তাকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন।

ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি রূপ আজও সর্বত্র বিরাজমান তার সেই বিভূতি গীতার দশম অধ্যায়ে বিস্তৃত বলা আছে। এখানে তার কিছু উল্লেখের মাধ্যমে তিনি আজও আমাদের মধ্যে কিভাবে বিরাজ করছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

১০/২১ শ্লোকে ভগবান বলছেন :

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান।
মরুচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশী।।

আদিতের মধ্যে আমি বিষ্ণু।
জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমি সূর্য
মরুতদের মধ্যে আমি মরীচি
নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

ব্রহ্মসংহিতায় সূর্যকে ভগবানের একটি চক্ষুরূপে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সূর্যের ও চন্দ্রের কিরণমালা। সেই চক্ষু দিয়ে তিনি জগৎ সংসারকে দেখেন, পালন করে।

১০/২৫ শ্লোকে ভগবান বলছেন-

মহর্ষীনাং ভৃগুরহং গিরাম অস্মি একম অক্ষর।
যজ্ঞনাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরানাং হিমালয়ঃ।।

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্য সমুহের মধ্যে আমি ওঁ। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ (হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র)। স্থাবরসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। তাই হিমালয় আমাদের এত প্রিয়। সেখানে বহু তীর্থভূমি বিরাজমান সাধকের সাধনার ক্ষেত্র।

১০/৩১ শ্লোকে ভগবান বলছেন :-

পবন পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষানাং মকরশ্চামি স্রোঃতসামস্মি জাহ্নবী।।

পবিত্রকারী সকল বস্তুর মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম, জলে বসবাসকারী মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর, স্রোতস্বীনী নদীদের মধ্যে আমি গঙ্গা।

আমরা যখন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে নিজেদের প্রাণ ধারণ করি তখন ভগবানের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারি।কারণ বায়ু ছাড়া আমরা একমুহূর্ত বাঁচতে পারি না। যখন গঙ্গা নদীতে স্নান করি তখন ভগবানের করুণার কথা ভাবতে পারি। গঙ্গা স্নান যে এত পবিত্র কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি সেখানে বিরাজমান।

এইভাবে বিশ্বচরাচরে হাজারও বস্তু আছে যার মধ্যে তাঁর প্রকাশ আছে ও তাঁর প্রকাশের মধ্যেই তার অবস্থিতি। তিনি যে সৃষ্টির মাঝে থাকতে চান। তিনি অপূর্ব বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তার মাঝেই তাঁর অস্তিত্ব। এমন কিছু সৃষ্টি দেখাতে পারবেন না যার স্রষ্টা নেই। তাই এই বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ- তিনি তারই মাঝে আছেন আমাদের ভাবতে হবে বুঝতে হবে – তাঁরই স্মরণ বন্দন ও পূজন করতে হবে – তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

হাবড়া থানার পরিচালনায় ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ের শিরোপা পেল উল্কা ক্লাব

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : পুলিশ শুধু চোর ডাকাতই ধরেনা, সামাজিক কাজও করে, তারই এক অন্যতম উদাহরণ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জনসংযোগ বৃদ্ধি সহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনে হাবড়া

থানা একের পর এক নজির সৃষ্টি করে চলেছে আই সি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। সম্প্রতি মৈনাকবাবুর উদ্যোগে হাবড়া থানা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল ১০ দিনব্যাপী দ্বিতীয় বর্ষের ফুটবল টুর্নামেন্ট। গত বছর এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করেন তিনি। এবারে দ্বিতীয় বর্ষের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয় ২২ নভেম্বর। হাবড়ার কৈপুকুর মিলন সংঘ ময়দানে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৈনাকবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিএমএ প্রেসিডেন্ট সমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেশ দাস, হাবড়া তৃণমূল টাউন প্রেসিডেন্ট সিতাংশু দাস, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ ইলিয়াস তরফদার ও হাবড়া থানার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত গোলদার, সুশান্ত পাল প্রমুখ। ৩ নভেম্বর ছিল এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। ফাইনালে অংশ নেয় আজাদ সংঘ ও পৃথিবার উল্কা ক্লাব। এদিনের ফাইনালে জয়ী হয় উল্কা ক্লাব। এই দুটি ক্লাব ছাড়াও দশদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় আরও যে ১৪টি ক্লাব, তারা হল, সিএসএ কোচিং সেন্টার, এইচএসি কোচিং সেন্টার, কামার যুবা প্রগতি সংঘ, শুভ জাগ্রত সংঘ, সোনার বাংলা, হাবড়া থানা, গোবরডাঙার আদিবাসী কল্যাণ সংঘ, সোনার বাংলা পল্লি, প্রদীপ সংঘ, মছলন্দপুরের অগ্রণী ক্লাব, মছলন্দপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, হাট যুবার অগ্রণী অভিযাত্রী সংঘ, পলাশপ্রদীপ ও শক্তিনগর আদর্শ প্রগতি সংঘ। হাবড়া থানা এলাকার মোট ৪টে মাঠে এই খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। বেতপুল অগ্রগামী ক্লাব ময়দানে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, সিএমএ সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। মছলন্দপুর ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন প্রধান, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সহ বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অজিত সাহা ও হাবড়ার প্রাক্তন ডিভিশনের ফুটবল খেলোয়াড়গণ এবং হাবড়া থানার বিভিন্ন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারগণ। এদিন বিজয়ী দলের পাশাপাশি রানার্স দলকেও হাবড়া থানার পক্ষ থেকে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।পুরস্কৃত করা হয় ম্যান অফ দি ম্যাচ রিন্টু সাহা এবং ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট সুমন দত্তকে। উভয়েই উল্কা ক্লাবের। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত খেলোয়াড়কেই ট্র্যাক স্যুট প্রদান করা হয় বলে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে।

স্যাটারডে নাইটে অ্যাটলেটিকো কলকাতার সামনে চেন্নাই

কমল নস্কর

শনিবারের বারবেলা কথাটা মনে পড়লে মন হয়তো চলে যায় প্রায় তিন যুগ আগের এক মন কেমন করা দুপুরবেলায়। তার ওপর বড়দের বারবেলায় নয়, গোধুলি লগ্নে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা টক্কর নিতে চলেছে চেন্নাইয়ের। চেন্নাইয়ের পরিস্থিতি ম্যাচ আয়োজনের পক্ষে না থাকায় এমতাবস্থায় তাদের হোম-গ্রাউন্ড হয়েছে পুনে। যে শহর আবার

সাবধানবাণীও ভেসে আসত শনিবারের দুপর মানেই নাকি ভূতে মারে ঢেলা। ছোটবেলার সেই সান্নিধ্য দূরে ঠেলেও আমরা সামনে পাচ্ছি আরও এক শনিবারের মারণ-যুদ্ধ। না, চিন্তা নেই এই যুদ্ধে ভূতের বা অন্য গ্রহের কিম্ভূতাকার কোনও প্রাণীর মোকাবিলা করতে হচ্ছে না আইএসএল-এর কলকাতা একাদশ তথা অ্যাটলেটিকো কলকাতাকে। বরং বন্যা এবং দুর্যোগ বিদ্ধস্ত চেন্নাইয়ানরা তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত। যার প্রথম লেগের সেমিফাইনাল আগামী শনিবার।

নানাভাবে অতি সাম্প্রতিককালে বাঙালি তথা শহরের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে। এই যেমন আইপিএল থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের বৃত্ত থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পুনের হয়েই ফের টি-২০ টুর্নামেন্ট খেলেছিলেন এবং অধিনায়কত্ব করেছিলেন। আইনি ঝামেলায় চেন্নাই ইন্ডিয়ান্স এবং রাজস্থান রয়্যালস ছিটকে যাওয়ার পর ফের আইপিএলে সামিল হতে চলেছে পুনের অপর একটি দল, যার মালিক আবার কলকাতার শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। সঞ্জীববাবু আবার অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতার অন্যতম মালিক, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কলকাতার সঙ্গে সংযোগ গড়ে উঠছে পুনের।

এমনিতে এবারের আইএসএলে কলকাতা তাদের অভিযান শুরু করেছিল চেন্নাইয়ানদের বিরুদ্ধেই। গতবার কলকাতা কোচ হাবাসের সঙ্গে দলে থাকাকালীন নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে পড়েন চেন্নাইয়ের বর্তমান স্টার ফিকরু। যদিও অ্যাটলেটিকো কলকাতার সঙ্গে লিগের দুই পর্বেই সুবিধা করতে পারেননি এই ইওথোপিয়ান। অর্থাৎ লিগের দুটি ম্যাচে চেন্নাই বধ করে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ কলকাতার স্প্যানিশ কোচ হাবাসের। যদিও ক্রিকেটের 'ল অফ অ্যাভারেজ' সূত্র ধরলে সেমিফাইনালে অতটা সহজ হবে না কলকাতার জয়। এখানেই ব্যাপারটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কারণ খেলাটার নাম ফুটবল, ক্রিকেট নয়। যেখানে ল অফ অ্যাভারেজ নয়, তুখোড় ফর্মে থাকাটাই মূল বিষয়। এই জায়গাতেই অনেকটা এগিয়ে কলকাতা। এটিকের শুরুটা সাদামাটা হলেও পরে জয়ের গন্ধটা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে হাবাস বাহিনীর মধ্যে। যে দলে আবার হিউম,দ্যুতি, বোরহাদের পাশাপাশি কলকাতার স্থানীয়রা যথেষ্ট মানিয়ে নিতে পেরেছে ইতিমধ্যেই। এর সঙ্গে নাকি আবার মার্কি তারকা পোস্তিগাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চলেছেন হাবাস সাহেব। যদিও এটিকের অন্য একটি সূত্র বলছে আপাতত জয়ী ব্রিগেডেই ভরসা রাখতে চান কোচ। পোস্তিগা কার্ডটা তিনি সামনে আনছেন বিপক্ষের মানসিকতা এবং ছক ভেস্তে দেওয়ার অভিপ্রায়। যদিও পোস্তিগা নাকি ম্যাচ ফিট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এখনও কোচের পুরো নম্বর পাচ্ছেন না। তিনি নামতে পারেন দ্বিতীয়ার্ধে খুব প্রয়োজন হলে তবেই।

মোহনবাগানের প্রদর্শনী ম্যাচ

মলয় সুর: মরশুমের শুরুতে হুগলির ভান্ডারহাটিতে সিএমসি-সিঙ্গুর-তারকেশ্বর একাদশের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলল মোহনবাগান, গত রবিবার, ৬ ডিসেম্বর। এইদিন দুপুর থেকেই হাজার হাজার মোহনবাগান সমর্থক দূরদূরান্ত থেকে হাতে দলীয় পতাকা, মাথায় ফেট্টি বেঁধে তাদের প্রিয়দলের খেলা দেখতে আসেন। এদিন মোহনবাগান সিএমসি-সিঙ্গুর তারকেশ্বরকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারায়। বাগানের হয়ে কর্নেল গ্লেন হ্যাটট্রিক করেন। হতাশ করেন নি তিনি বাগান সমর্থকদের। শেষ দিকে সিএমসি একাদশের সঞ্জীব ঘোষ একটি গোল শোধ করেন। এদিন ৬০ মিনিটের খেলায় রেফারি ছিলেন উদয়ন হালদার। প্রচুর আর্থিক সমস্যার বাধা অতিক্রম করেই কর্নেল গ্লেনের মতো বিশ্বকাপারকে সই করিয়েছে বাগান। বাগান কোচ সঞ্জয় সেন জানান, বাকি ফুটবলারদের মধ্যে সোনি নর্ডি, দেবজিৎ মজুমদার, শিল্টন পাল, কিংশুক দেবনাথরা অনুশীলনে যোগ দিলে কম্বিনেশন গড়ে নিতে সুবিধা হবে। এই প্রদর্শনী ম্যাচের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল ভান্ডারহাটি ইউনিয়ন ক্লাব।

ইউনিয়ন ক্লবের স্টেডিয়ামে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ম্যাচ ঘিরে দর্শকদের মধ্যে এত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে বাগানের ফুটবলাররা অবাক। এদিন মখমলের মতো সবুজ মাঠে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অতীত দিনের দিকপাল তথা সবুজ-মেরুনের ঘরের ছেলে হিসেবে পরিচিত শিবাজী ব্যানার্জি, কম্পটন দত্ত, সত্যজিৎ চ্যাটার্জী, সঞ্জয় সেন এবং শচীন সিংহ রায়কে। গড়ের মাঠে বিভিন্ন বড় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়ে এখন কিংবা আগে যে তারকারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের অনেকের নার্সারিটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এই ধরণের মফস্বল এলাকা থেকেই। পরে খ্যাতি লাভ করলেও তারকারা সেই মাটিকে ভুলে যাননি, যেখান থেকে তাদের উত্থান হয়েছিল। বস্তুত এদিনও হুগলি জেলার এই অঞ্চলে এসে নিজেদের আবেগ চাপতে পারেননি বাগানের প্রাক্তনীরা। একইসঙ্গে জাতীয় লিগ শুরুর আগে মোহনবাগান যেন পুরনো দ্যুতি ফিরে পায় সেই প্রার্থনাও করেন তারা।

বাওয়ালীতে ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের মাঠে ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল গত ২৯ নভেম্বর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, নর্থ ও সাউথ বাওয়ালীর প্রধান যথাক্রমে আশিস প্রামাণিক ও আলোককুমার পাত্র প্রমুখ। বজবজ অ্যাকাডেমি ও বাওয়ালী একাদশের জুনিয়র ও সিনিয়ারদের মধ্যে দুটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সম্পাদক রাধাকান্ত দাস জানান, সপ্তাহে তিনদিন অনুর্ধ ২০ বছরের ছেলেদের জন্য ফুটবল প্রশিক্ষণ হবে। মাসে প্রশিক্ষণ ফি লাগবে ১০০ টাকা। ইতিমধ্যেই প্রচুর ছেলে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছে। এই এলাকায় এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চাহিদা ছিল। এই ধরণের এলাকা থেকে অতীতে বহু নামিদামি ফুটবলার উঠে এসেছেন। কে বলতে পারে আগামী দিনের একজন সুরজিৎ সেনগুপ্ত, কৃশাণু দে, প্রশান্ত ব্যানার্জি বা সুব্রত ভট্টাচার্যরা উঁকি মারবে না এই প্রতিভাবানদের মধ্যে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উন্নয়নের ধারাকে বজায় রেখে ২৭ নং ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

জনাব নজরুল আলি মন্ডল
পৌরপিতা
রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

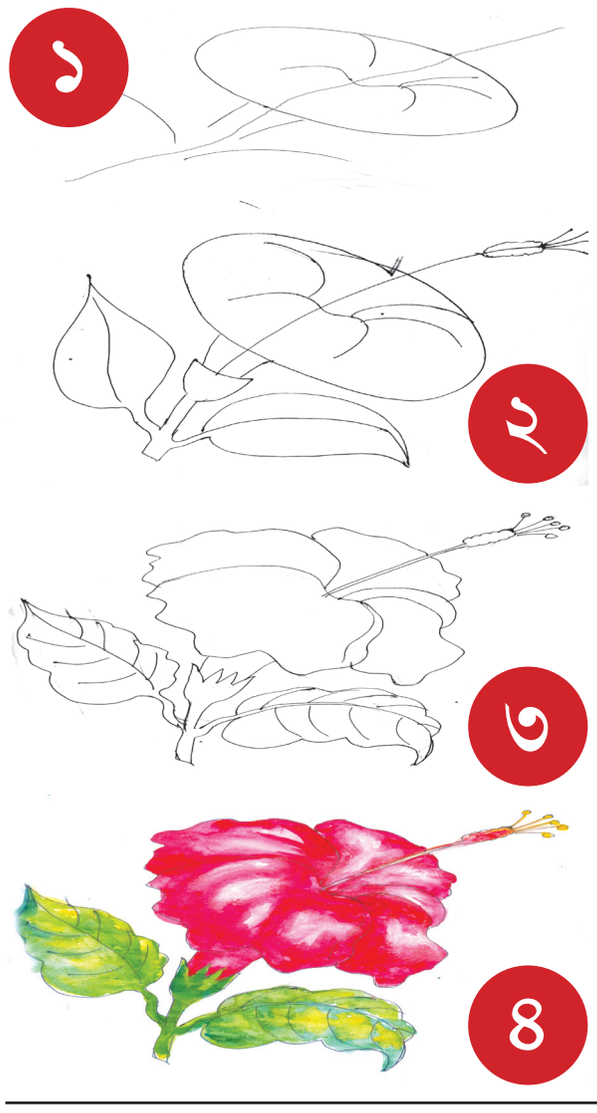

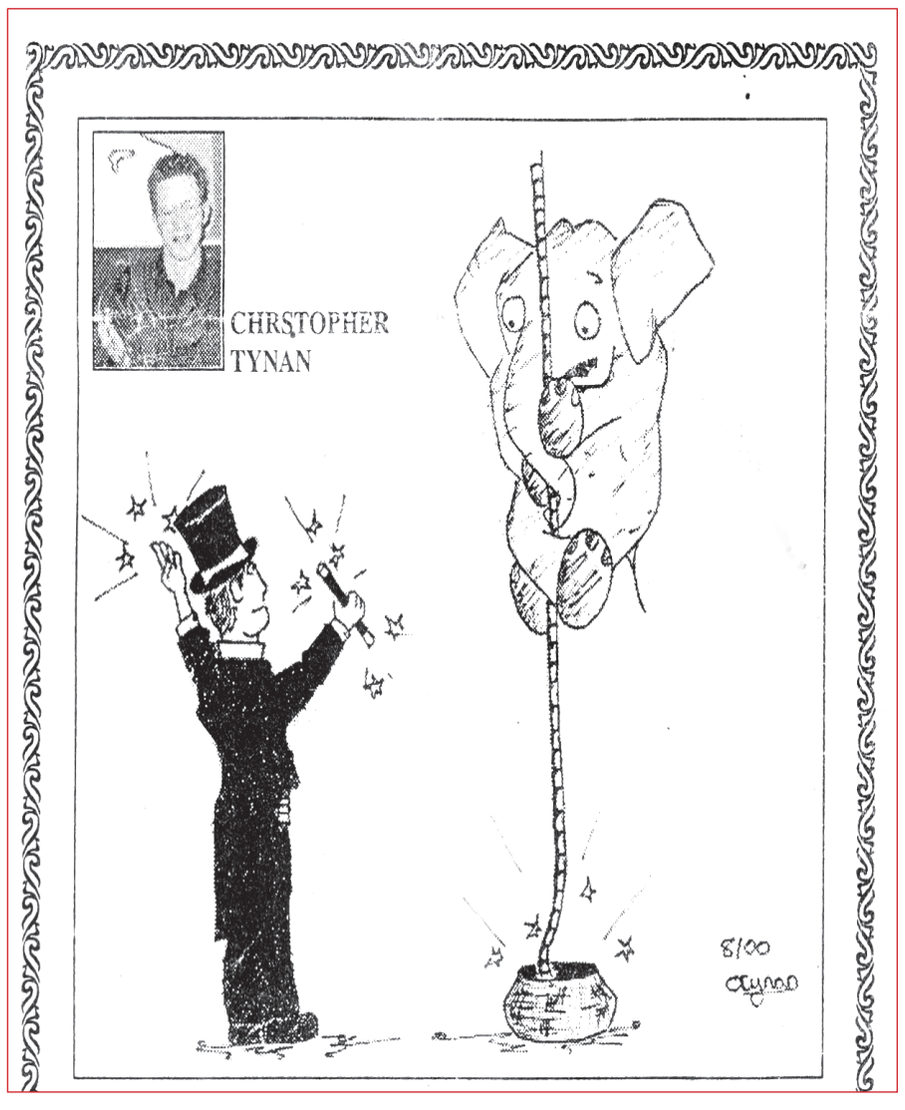

ইতিহাস খ্যাত 'ইন্ডিয়ান রোপ ট্রক'-এর এই কার্টুনটি এঁকেছেন ব্রিটিশকার্টুনিষ্ট ক্রিষ্টোফার টিনান। তিনি এটি উপহার পাঠান জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অরুণবাবু এটি উপহার দিলেন 'মনের খেয়াল'-এর মাধ্যমে ছোট্ট বন্ধুদের।

অংশুমান সিন্ধানিয়া, বিশেষ শিশু, ইন্টার্লিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com